রামায়ণ

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

কৃত্তিবাস ওঝা

সূচিপত্র

শ্রীরাম লক্ষ্মণের দণ্ডকে ভ্রমণ ও তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুগ্রীবাদি বাণরগণের পরস্পর তর্ক বিতর্ক 3
সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের মিত্রতা বন্ধন ও সুগ্রীবের প্রাপ্ত সীতার ভূষণ শ্রীরামকে প্রত্যর্পণ 3
রামের মাহাত্ম্য বর্ণন 6
সুগ্রীবের সীতা উদ্ধারের অঙ্গীকার 6
শ্রীরামের নিকট সুগ্রীবের আত্মকথা নিবেদন 7
বালির বিক্রম ও দুন্দুভি বধ 9
বালিকে মারিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য দিতে শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা 11
বালির সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধ ও সুগ্রীবের পরাজয় 12
শ্রীরাম কর্ত্তৃক বালি বধ 14
বালি কর্ত্তৃক শ্রীরামের র্ভৎসনা 16
শ্রীরামের প্রতি বালির বিনয় 18
বালির মৃত্যুতে তারার বিলাপ ও শ্রীরামের প্রতি তারার অভিশাপ প্রদান 19
বালির সৎকার 23
সুগ্রীবের রাজ্যেপ্রাপ্তি 23
সীতার শোকে রামের অনুতাপ 24
সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের প্রতি তাড়না 25
সুগ্রীবের সহিত লক্ষ্মণের কথোপকথন 29
সুগ্রীবের কটক সঞ্চয় 30
সীতার অন্বেষণে পূর্ব্বদিকে বানর সৈন্য প্রেরণ 33
সীতার অন্বেষণে দক্ষিণদিকে বানর সৈন্য প্রেরণ 35
পশ্চিমদিকে সীতা অন্বেষণে বানরগণের প্রেরণ 37

উত্তরদিকে সীতা অন্বেষণে বানরগণের প্রেরণ 38
পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে সীতার উদ্দেশ না পাইয়া বানরগণের প্রত্যবর্ত্তন 42
শ্রীরামের গুণ কথন 43
দক্ষিণ পাতালে সীতার অন্বেষণ ও বৈফল্য-বিবরণ 44
সীতা অন্বেষণার্থে অঙ্গদ ও হনুমানাদির মন্ত্রণা 49
সম্পাতির সহিত হনুমানের পরিচয় এবং শ্রীরামের বার্ত্তা কথন 51
শ্রীরামের বৃত্তান্ত কথনে সম্পাতির পক্ষলাভ 54
সাতকাণ্ড রামায়নের মর্ম্ম বর্ণন 57
সম্পাতি কর্ত্তৃক অশোকবনে সীতার উদ্দেশ কথন ও বানরদিগের সাগর পারার্থে মন্ত্রণা . 59

www.bengaliebook.com

শ্রীরাম লক্ষ্মণের দণ্ডকে ভ্রমণ ও তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুগ্রীবাদি বাণরগণের পরস্পর তর্ক বিতর্ক

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে ভ্রমেণ দণ্ডকে।
সহায় করিতে যান বানর কটকে।।
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত শিখরে।
দেখিয়া বানর পঞ্চ শঙ্কিত অন্তরে।।
সুগ্রীব বলেন, দেখ আসে দুই নর।
মনে করি, বালি রাজা পাঠাইল চর।।
বুদ্ধির সাগর বালি বুদ্ধি ধরে নানা।
তত্ত্ব কর, সত্য মিথ্যা তথ্য যাব জানা।।
সুগ্রীবের বচনে বানর পালে পালে।
লাফে লাফে উঠে সব বড় বড় ডালে।।
সে গাছ সহিতে নারে সবার আস্ফাল।
ফল ফুলে ভাঙ্গে কত শাল-তাল-ডাল।।
বন জন্তু যত ছিল পর্ব্বত-শিখরে।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ পলায় উচ্চৈঃস্বরে।।
হনুমান বলে, রাজা না হও চিন্তিত।
না দেখিয়া বালিরে হইলা কেন ভীত।।
বানর চঞ্চল জাতি লোকে উপহাসে।
চঞ্চল হইলে রাজা লোকে আরো দোষে।।
আমি গিয়া জেনে আসি কোথাকাব বীর।
তথ্য না জানিয়া কেন হইলে অস্থির।।
সুগ্রীব বলিল, দেখি তপস্বী উভয়।
কিন্তু ধনুর্ব্বাণ ধরে, মনে লাগে ভয়।।
হইবে তপস্বীবেশ রাজার কুমার।
ঝাট যাহ হনুমান, আন সমাচার।।
যান হনুমান বীর তপস্বীর বেশে।
পরম গৌরব ভাবে উভয়ে সম্ভাষে।।
রাম নাম স্মরণে যমের দায় তরি।
অনায়াসে মুক্তি হবে মুখে বল হরি।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
রচেন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথম শিকলি।।

সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের মিত্রতা বন্ধন ও সুগ্রীবের প্রাপ্ত সীতার ভূষণ শ্রীরামকে প্রত্যর্পণ

মুনিবেশে হনুমান দেখে দুই জন।
তপস্বীর বেশ ধরি করে সম্ভাষণ।।
হনুমান বলে, প্রভু দেখি যে আকার।
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার।।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি রূপ ভ্রম ভূমিতলে।
গগন-মণ্ডল ছাড়ি কেন বনস্থলে।।
কোথা ঘর, কি কারণে হেথা আগমন।
বিশেষিয়া কহ প্রভু সব বিবরণ।।
সুগ্রীব বানর রাজা লোকে খ্যাতিমান।
তাঁহার সচিব আমি, নাম হনুমান।।
তোমা সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ।
পাঠাইল সুগ্রীব আমারে তব পাশ।।

শ্রীরাম বলেন, শুন লক্ষ্মণ বচন ।
সুগ্রীবের পাত্র সহ কর সম্ভাষণ। ।
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
নিজ পরিচয় দেন তাহারে লক্ষ্মণ।।
মহারাজ দশরথ পৃথিবী-ভূষণ।
আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
আসিলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন।
শূন্য ঘরে সীতা পেয়ে হরিল রাবণ। ।
কোন্ সিদ্ধপুরুসে কহিল উপদেশ।
সুগ্রীব হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ।।
ভ্রমিতেছি আমরা সে সুগ্রীবের উদ্দেশে।
দোঁহারে লইয়া চল সুগ্রীবের পাশে।।
হনুমান বলেন উভয় দরশনে।
পরস্পর তুষ্টি হবে উভয়ের মনে।।
সুগ্রীবের রাজ্য নাহি, নাই তার নারী।
বালি রাজা হরিয়া করিল দেশান্তরী।।
সুগ্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার।
সুগ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার। ।
হারাইয়া রাজ্য ভ্রমে সুগ্রীব কাননে।
রাজ্যসুখ পাইবে সে তোমা দরশনে।।
শ্রীরাম বলেন, কপি করহ গমন।
সুগ্রীবের সহ মোর করাহ মিলন।।
শুনিয়া রামের বাক্য যান হনুমান।
কহেন সকল সুগ্রীবের বিদ্যমান।।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উঠিয়া সেইক্ষণে।
হনুমান কহেন, সুগ্রীব রাজা শুনে।।
ছাড়হ বানর-মূর্ত্তি কুৎসিত আকার।
ধরহ মনুষ্য-রূপ দেখিতে সুসার।।
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া করহ শিষ্টাচার।
আসিলেন রাম দশরথের কুমার।।
তাঁহারে সহায় যদি কর মহারাজ।
ইহ পরকালে তব স্দ্ধি হবে কাজ।।
রামের অনুজ সে লক্ষ্মণে সুলক্ষণ।
সুবর্ণ কুবর্ণ মানি করি নিরীক্ষণ।।
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ।
সেই হেতু তোমাকে তাঁহার প্রয়োজন।।
সুগ্রীব তোমাকে আজি অনুকূল বিধি।
কোথা হৈতে মিলাইলা রাম গুণনিধি। ।
এতদিনে তোমার দুঃখের বিমোচন।
তোমারে সদয় রামরূপী জনার্দ্দন।।
যাঁর তত্ত্ব চারি বেদে না হয় কিঞ্চিৎ।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত যাতে শঙ্কর বাঞ্ছিত।।
যোগে যাগে যোগিগণ না পান যাঁহারে।
সেই রাম রমানাথ উপস্থিত দ্বারে। ।
শুনিয়া সুগ্রীব রাজা আপনা পাসরে।
ফল পুষ্প লয়ে গেল রামের গোচরে।।
বড় ভাগ্য সুগ্রীবের, বিধির লিখন।
শুভক্ষণে করিল শ্রীরাম দরশন।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে।
প্রেমানন্দে সুগ্রীবের নেত্র নীর ঝরে।।
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ।
হইয়াছি জ্ঞাত রাম, তোমার যে কাজ।।
কহিলেক সকল আমারে হনুমান।
সীতার উদ্ধার হেতু আসিলে এ স্থান।।
মিত্রতা করিবে রাম পশুর সহিত।
এই হনুমান বাক্য না হয় প্রতীত।।
পশু প্রতি যদি রাম হয় অনুগ্রহ।
মিত্র বলি রঘুবীর হস্তে হস্ত দেহ।।

দাস-যোগ্য নহি আমি, জাতিতে বানর।
করুণা প্রকাশ রাম করুণা-সাগর।।
পাষাণের উপরে অর্পিয়া নিজ পদ।
অনায়াসে দিলা তারে মনুষ্যের পদ।।
চণ্ডালেরে সখ্যভাবে করিলা উদ্ধার।
নীচের নিস্তার হেতু তব অবতার।।
দয়াল শ্রীরামচনদ্র কমললোচন।
বানরের হাহে দেন হাত নারায়ণ।।
পুঞ্জ পুঞ্জ পূর্ব্ব পুণ্য সুগ্রীবের ছিল।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ প্রত্যক্ষ পাইল।।
পরম দয়াল রাম, গুণে নাহি সন্ধি।
যাঁর গুণে বনের বানর হয় বন্দী।।
বানরের হাত দিতে নহেন বিমর্ষ।
দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ।।
মুনিবেশ ছাড়ি হয়ে কপি হনুমান।
কাষ্ঠ আনে বাছিয়া ডাগর দুই খান।।
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি সাক্ষী করি দোঁহে মিত্র মিত্র বলে।।
পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী।
অগ্নি সাক্ষী এই সত্য হইল দোঁহারি।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন।
বানরের সঙ্গে সত্যে বদ্ধ নারায়ণ।।
সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল।
মিতালি করেন রাম পরম দয়াল।।
উভয়ে কহেন কথা, শুনেন উভয়।
উভয়ে উভয় প্রতি প্রীতি অতিশয়।।
উভয়ের মিত্রতা যে শুনে কিম্বা কয়।
সুগ্রীবের মত তার হয় ভাগ্যোদয়।।
সুগ্রীব বলেন, রাম কহি অবশেষে।
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ।।
আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ব্বতে।
দেখিলাম এক কন্যা রাবণের রথে।।
হাত পা আছাড়ে, করে কঙ্কণের ধ্বনি।
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজঙ্গিনী।।
গলার উত্তরীয়, গায়ের আভরণ।
রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ।।
অনুমানে বুঝি, তিনি তোমার সুন্দরী।
যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী।।
যদি আজ্ঞা হয় তব, আনি তা এখন।
হয় নয়, চিন মিত্র সীতার ভূষণ।।
শ্রীরাম বলেন, মিত্র কর সে বিধান।
দেখাও সীতার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ।।
আভরণ আনেন সুগ্রীব সে স্থলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে।।
অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে।
শরীর ভাসিল তাঁর নয়নের জলে।।
বিলাপ করেন, কোথা রহিলে সুন্দরি।
তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী।।
জানাইতে আমারে ফেলিয়াছিলে পথে।
কোন্ দিকে গেল প্রিয়ে জানিব কি মতে।।
কহ কহ সুগ্রীব, আমার তুমি সখা।
পুনঃ কি পাইব আমি জানকীর দেখা।।
জানকীর রূপ মনে হইলে উদয়।
জ্ঞানহত হই, দেখি বিশ্ব তমোময়।।
স্থির নহে মন, দহে দিবস রজনী।
কোথা গেলে পাইব সে সুধাংশু -বদনী।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে রাবণ বৈসে যথা।
ঘুচাইব সর্ব্বত্র রাক্ষসজাতি কথা।।

ত্রিভুবনে জানে মম ধনুকের ছটা।
মারিব রাক্ষসগণে, রক্ষা করে কেটা।।
লক্ষ্মণ উদ্যোগ কর আন ধনুর্ব্বাণ।
অরি বধ করি, করি শোকাগ্নি নির্ব্বাণ।।
সুগ্রীব বিবিধরূপে রামকে বুঝান।
কৃত্তিবাস রচে গীত অদ্ভুত ব্যাখান।।

রামের মাহাত্ম্য বর্ণন

শমন- দমন রাবণরাজ রাবণ-দমন রাম।
শমন-ভবন না হয় গমন যে হয় রামের নাম।।
সুকৃত জনন, দুষ্কৃত দমন,
শ্রুতিসুখ রামায়ণ।
শ্রবণ মনন, করে যেই জন,
তারে তুষ্ট নারায়ণ।।
রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম রামনাম বিনা মিছে।।
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে।
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে।।
শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা।।
পাপীজন হয় মুক্ত বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে।।
রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা।।
অনাথের নাম রাম প্রকাশিতে লীলা।
বনের বানর বান্ধি, জলে ভাসে শিলা।।
রামজন্ম-পূর্ব্বে ষষ্ঠী সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর।।
রামনাম স্মরণে যমের দায়ে তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম-পদ-তরী।।
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ।।

সুগ্রীবের সীতা উদ্ধারের অঙ্গীকার

সুগ্রীব বলেন, সখে না জানি বিশেষ।
কি জানি কেমন বীর, গেল কোন্ দেশ।।
যথায় যাউক, তার নাহিক এড়ান।
বানর লইয়া তার বধিব পরাণ।।
সম্বর সম্বর মিত্র, মনে দেহ ক্ষমা।
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা।।
যথা তথা যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ।
সবংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধুজন।।
বিলাপ সম্বর রাম, শোকে বাড়ে শোক।
শোকেতে কাতর নাহি হয় বিজ্ঞলোক।।
রাজ্য হরাইলাম, হারাইলাম নারী।
পশু আমি, তথাপি তা মনে নাহি করি।।
তুমি রাম হইয়াছ ভুবন-পূজিত।
ভার্য্যা লাগি করা খেদ অতি অনুচিত।।
মিথ্যা না বলিব মিত্র, অগ্নি সাক্ষী করি।
উদ্ধার করিব আমি তোমার সুন্দরী।।
অশেষ প্রকারে রাজা জন্মায় প্রবোধ।
তথাপি বিষম শোক নাহি হয় রোধ।।
এতেক বলিল যদি সুগ্রীব ভূপতি।
প্রত্যুত্তর করেন আপনি রঘুপতি।।

জ্ঞাতি গোত্র পুত্র মিত্র শোক পায় লোক।
সে সবার হইতে অধিক ভার্য্যা-শোক।।
কলত্রে গৃহীর সুখ, কলত্রে সংসার।
কলত্র হইতে হয় পুত্র পরিবার।।
গয়াশ্রাদ্ধ করে পুত্র বংশের উদ্ধার।
পুত্র দ্বারা পারত্রিক ঐহিক নিস্তার।।
অশেষ প্রকারে মিত্র বুঝাও আমায়।
তথাপি কলত্র-শোক পাসরা না যায়।।
সুগ্রীব বলেন রাম কি কহিতে পারি।
করিব আজ্ঞার মত কি কহিতে পারি।
করিব আজ্ঞার মত আমি আজ্ঞাকারী।।
করিব তোমার কার্য্য আমি যথাজ্ঞান।
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত-সমান।।

শ্রীরামের নিকট সুগ্রীবের আত্মকথা নিবেদন

শ্রীরাম বলেন, মিত্র বিনা প্রয়োজন।
কোনকালে হেন কথা কহে কোন্ জন।।
আপনি দেখিলে মিত্র আমার যে ক্লেশ।
অবশ্য করিবে তুমি সীতার উদ্দেশ।।
আমাতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন।
অকপটে সেই কর্ম্ম করিব সাধন।।
সুগ্রীব বলেন, স্থির কর তুমি মন।
সম্প্রতি কহিব কিছু আত্ম-নিবেদন।।
বসিতে আসন রাজা দেখে চারিভিতে।
আনিলেক শালবৃক্ষ ফলের সহিতে।।
তদুপরি আনন্দে বসেন দুই জন।
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসেন লক্ষ্মণ।।
সুগ্রীব বলেন, বালি বিক্রমে প্রধান।
রাজ্য জায়া হরিয়া করিল অপমান।।
এ পর্ব্বতে থাকি রাম না দেখি উপায়।
অনুকূল হয়ে বিধি তোমারে মিলায়।।
আশ্বাস করেন সুগ্রীবের রঘুবর।
বালিকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর।।
মম ভার্য্যা, তব রাজ্য, যেন জন হরে।
অবিলম্বে তাহারে পাঠাব যমঘরে।।
উভয় ভ্রাতার কেন হইল বিবাদ।
বিশেষ শুনিতে চাহি, কার অপরাধ।।
সুগ্রীব বলেন আমি বিবাদ না জানি।
অশেষ করিয়া কহি শুন রঘুমণি।।
ছিলেন অক্ষয় নামে রাজা মহামতি।
আমরা উভয় ভ্রাতা তাহার সন্ততি।।
কিছুকাল পরে পিতা পাইলেন স্বর্গ।
রাজ্য দিতে উভয়ে আইল পাত্রবর্গ।।
জ্যেষ্ঠ ভাই বালিরাজা বিক্রম-সাগর।
ধর্ম্মে কর্ম্মে সদা রত, সমরে তৎপর।।
মন্ত্রিগণ তাঁহারে দিলেন রাজ্যভার।
পরে বালি দিল মোরে রাজ্য-অধিকার।।
পরস্পর পরম সৌহৃদ্যে করি বাস।
না জানি বিরোধ, সদা হাস্য হরিহাস।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
বিবাদের কথা শুন কমললোচন।।
প্রীতিরূপে দোঁহে করিলাম রাজ্যভোগ।
হেনকালে করিলেন বিধাতা দুর্য্যোগ।।
মায়াবী দুন্দুভি নামে দুই সহোদর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর দানব দুর্দ্ধর।।

দুই ভাই মায়ার মহিষরূপ ধরে।
মায়াবী নিশিথে আসে জিনিতে তাহারে।।
যুঝিবারে যায় বালি সবার নিষেধে।
পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই-অনুরোধে।।
পলাইল দানব দেখিয়া দুই জনে।
আমরা ভ্রমণ করি তার অন্বেষণে।।
চন্দ্র আলো করিয়াছে যাই দেখাদেখি।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী।।
বালি বলে, থাক ভাই সুড়ঙ্গের দ্বারে।
যাবৎ দানব মারি নাহি আসি ফিরে।।
আমি কহিলাম, দৈত্য হৈল নিরুদ্দেশ।
সংশয় স্থানেতে তুমি না কর প্রবেশ।।
পায়ে পড়ি বলিলাম, তবু নাহি মানে।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব যেখানে।।
বারে বারে নিষেধিলাম না শুনে বচন।
প্রবেশ করিল গিয়া পাতাল ভুবন।।
দৈত্য-অন্বেষণে ভ্রমে সে এক বৎসর।
সাক্ষাৎ হইলে পরে বাধিল সমর।।
মহাবীর দানব সে করিল আঘাত।
আমি ভাবি বালিরাজা হইল নিপাত।।
বালিকে মারিয়া দৈত্য পাছে মোরে মারে।
দিলাম পাথর এক সুড়ঙ্গের দ্বারে।।
সম্বৎসর না দেখিয়া হইল সংশয়।
সবে বলে, বালির যে মরণ নিশ্চয়।।
কান্দিলাম ভ্রাতৃশোকে আপনি বিস্তর।
কোথা গেল বালিরাজা জ্যেষ্ঠ গুণধর।।
অন্তঃক্রিয়া করিলাম তাহার বিধানে।
আমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে।।
তারপর দৈত্য মারি ঘরে আইল বালি।
মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি।।
পাত্র মিত্র বন্ধুগণে ডাকে সবাকারে।
সবার সম্মুখে গালি দিলেন আমারে।।
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিয়া সুড়ঙ্গদ্বারে সুগ্রীব চণ্ডালে।।
সুগ্রীব পাথর দিয়া তার দ্বার রোধে।
রাজ্য মহাদেবী হরে শৃঙ্গারের সাধে।।
ছত্রদণ্ড নিল মোর, নিল মহাদেবী।
হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবী।।
বৎসরেক দৈত্য মারি দেশে আসিবারে।
সুগ্রীব বলিয়া ডাকি সুড়ঙ্গের-পাথর।।
সহোদর ভাই হয়ে করিল অন্যায়।
মাথা কাটি ইহার তবে ত দুঃখ যায়।।
দূর হ রে অধর্ম্মিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার।
এ জীবনে তোর মুখ না দেখিব আর।।
পায়ে পড়ি করিলাম বহু স্তুতিবাদ।
সেবক হইয়া থাকি, ক্ষম অপরাধ।।
আমার না ছিল ইচ্ছা হই আমি রাজা।
মন্ত্রিগণ করিলেক পালিবারে প্রজা।।
বহু স্তব করিলাম না শুনে বচন।
বলিল আমার লাগি বহু পাত্রগণ।।
পায়ে পড়ি যত বলি, বালি নাহি শুনে।
ক্রোধে বলে যা রে দুষ্ট যেখানে সেখানে।।
বারে বারে বলি, তবু না শুনিস্ কথা।
একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আয় তোর মাথা।।
দেখিয়া বালির কোপ ভীত হয়ে মনে।
পলাইয়া আইলাম এই অপমানে।।
এই অপরাধে রাম আমি অপরাধী।
বনে বনে ফিরি দুঃখে আমি তদবধি।।

বলিল সুগ্রীব পূর্ব্ব বিবাদ কথন। একচিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।

বালির বিক্রম ও দুন্দুভি বধ

শ্রীরাম বলেন, মিত্র পড়েছ সঙ্কটে।
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে।।
সুগ্রীব কহেন কথা শ্রীরামের পাশ।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শুন ইতিহাস।।
মায়াবীর কনিষ্ঠ সে দুন্দুভি মহিষ।
অগ্রজের বার্ত্তা শুনি ক্রুদ্ধ অহর্নিশ।।
বিক্রমে মহিষাসুর, কারে নাহি গণে।
সমুদ্রে হাঁকারে গিয়া যুঝিবারে মনে।।
সমুদ্র বলিল মম যুদ্ধ নাহি আসে।
যাহ হিমালয়াচল রণের উদ্দেশে।।
হিমালয় পর্ব্বত শঙ্করের শ্বশুর।
তাঁর ঠাঁই গেলে তব দর্প হবে চূর।।
ধনুকের গুণেতে যেমন বাণ ছোটে।
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ব্বত নিকটে।।
শৃঙ্গাঘাতে পর্ব্বতের করে খান খান।
চিন্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান।।
পর্ব্বত জানিল তবে চিন্তিয়া সংসার।
যাহাতে মহিষাসুর হইবে সংহার।।
বলিল মহিষাসুরে তুমি মহাবলী।
কিষ্কিন্ধ্যায় যাহ তুমি যথা আছে বালি।।
বল বুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ।
বালির মধুর বনে করহ প্রবেশ।।
রাজভোগ মধুবন রাজার ভাণ্ডার।
বন ভাঙ্গি মধু খায়ে করহ সংহার।।
বালিরাজা না সহিবে মধু অপচয়।
প্রাণেতে মারিবে তোরে বালি মহাশয়।।
তোর জ্যেষ্ঠ মায়াবী ছিল যে মহাবলী।
তাহারে মারিল সে বানররাজা বালি।।
শুনিয়া জ্যেষ্ঠের কথা কুপিত অন্তরে।
তখনি চলিল বালি ভূপতির পুরে।।
শৃঙ্গাঘাতে করিল কানন খণ্ড খণ্ড।
কুপিত হইল বালি সংগ্রামে প্রচণ্ড।।
বীরধড়া পরে বীর কাঁকালি বেড়িয়া।
দ্বিগুণ ইন্দ্রের মালা পরিল তুলিয়া।।
স্ত্রীগণ বেষ্টিত বালি আইল নির্ভয়।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের উদয়।।
রুষিল মহিষাসুর আরক্ত লোচন।
স্ত্রীগণ সম্মুখে করে তর্জ্জন গর্জ্জন।।
মধুপানে মত্ত তুমি ঘূর্ণিত লোচন।
মত্তজন মারি, নাহি মোর প্রয়োজন।।
প্রাণদান দিনু তোরে আজিকার তরে।
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া কৌতুক শৃঙ্গারে।।
সুখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রত্যূষ বিহানে।
বল বুদ্ধি চূর্ণ করি বধিব পরাণে।।
স্ত্রীগণেরে বালি পাঠাইল অন্তঃপুর।
বীরদাপকরি বলে শুনরে অসুর।।
রণে প্রবেশিলে বুঝি রণের পরীক্ষা।
পড়িলে বালির হাতে তোর নাহি রক্ষা।।
যমরাজা যদি ধরে, আছে প্রতিকার।
বালির স্থানেতে কার নাহিক নিস্তার।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের যতেক বীরগণ।
আইলে আমার যুদ্ধে অবশ্য মরণ।।

কপটে বাঁচিতে চাহ কালিকার তরে।
সে কথা থাকুক, আজি যাও যমঘরে।।
কুবুদ্ধি পাইল তোর, মোর সঙ্গে রণ।
তোর দোষ নাহি তোর ললাট-লিখন।।
পলাইয়া যারে তুই লইয়া পরাণ।
আজিকার দিবস দিলাম প্রাণদান।।
কোপেতে মহিষাসুর কাঁপে থর থর।
পুনশ্চ বলিছে তারে বালি কপীশ্বর।।
আগে মোরে তান তোর বুঝিব বিক্রম।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম।।
যত তোর শক্তি থাকে, তত শক্তি হান।
এই দণ্ডে আমি তোর বধিব পরাণ।।
রুষিয়া দুন্দুভি দৈত্য দুই শৃঙ্গ মারে।
খান খান করিয়া বালির অঙ্গ চিরে। ।
সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ বালি, তবু নাহি হটে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তেতে ফুটে। ।
মহিষ বালির সঙ্গে যুঝে চমৎকার।
পাদপ পাথরে বালি করে মহামার।।
মারে গাছ পাথর সে মহিষ উপর।
পরাভব নহে দৈত্য, যুঝে নিরন্তর। ।
দুই শৃঙ্গ বালি তোর ধরিলেক রোষে।
শৃঙ্গ ধরি মহিষেরে তুলিল আকাশে। ।
দুই শৃঙ্গ ধরি তার ঘন দেয় পাক।
ঘন পাকে ফিরে যেন কুমারের চাক।।
পাথর উপরে তারে মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড়।।
পড়িল মহিষাসুর হয়ে অচেতন।
পদাঘাতে ফেলে তারে একটি যোজন।।
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
মতঙ্গ মুনির গাত্র তিতিল রক্তেতে।।
মুনি বলে, কোন্ বেটা করিল এমন।
গায়ে রক্ত দেয় যে সে পাপিষ্ঠ কেমন।।
রক্ত প্রক্ষালিয়া করিলেন আচমন।
পবিত্র হইলা মুনি স্মরি নারায়ণ। ।
মহাক্রোধ করি মুনি জল নিল হাত।
অভিশাপ দিল তারে হইয়া কুপিত।।
মুনি বলে, হেন কর্ম্ম করিল যে জন।
এ পর্ব্বতে আইলে তার অবশ্য মরণ। ।
পরম্পরা শুনে বালি শাপবাক্য তাঁর।
দূর হৈতে মুনি-পদে করে নমস্কার। ।
দূরে থাকি মুনিস্থানে যাচে পরিহার।
সঙ্কট-সাগরে প্রভু করহ নিস্তার। ।
মতঙ্গ বলেন মম শাপ অখণ্ডন।
এ পর্ব্বত কভু তুমি না কর গমন।।
সেই শাপে বালি না আইসে ঋষ্যমূকে।
দেশ দেশান্তরে থাকি শুনি লোকমুখে।।
ঋষ্যমূকে আইলে সে হারাবে পরাণ।
বালিকে মুনির শাপ তেঁই মম ত্রাণ।।
শ্রীরাম বলেন, মিত্র কহিলে সকল।
বালিকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল।।
সুগ্রীব বলেন, বালি বিক্রম-সাগর।
বালির বিক্রম-কথা শুন রঘুবর।।
যকন রজনী যায়, অরুণ- উদয়।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়।।
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্ব্বত-শিখর।
দুই হাতে লোফে তাহা বালি কপীশ্বর।।
উপাড়িয়া পর্ব্বত আকাশোপরি ফেলে।
আপনারে পরীক্ষিতে নিত্য লোফে বলে।।

www.bengaliebook.com

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সে নিমিষে বেড়ায়।
কি কব পবন তার সঙ্গে না গোড়ায়।।
বালিকে মারিতে যদি না পার এক বাণে।
তবে বালিরাজা মোরে বধিবে পরাণে।।
মহাবীর বালিরাজা এ তিন বুবনে।
পরাভব পায় সর্ব্ব বীর তার রণে।।

বালিকে মারিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য দিতে শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা

সুগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মণ।
কোন্ কর্ম্মে তোমার প্রতীতি হয় মন।।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কোথায় হেন বীর।
শ্রীরামের এক বাণে সে রহিবে স্থির।।
হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত।
কি কর্ম্ম করিলে তুমি হয় হরষিত।।
সুগ্রীব বলেন, দেখ দুন্দুভি-পাঁজর।
পায়ে করি ফেলাইল বালি কপীশ্বর।।
নেত্রনীরে সুগ্রীবের তিতিল বদন।
আশ্বাসিয়া তুষিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
সুগ্রীবের প্রত্যয় নিমিত্ত রঘুবর।
পদাঘাতে ফেলিলেন দুন্দুভি-পাঁজর।।
ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন।
ফেলেন যোজন শত কমললোচন।।
সুগ্রীব বলিল, শুন রাম রঘুবর।
যখন ফেলিয়াছিল বালি সে পাঁজর।।
রক্ত চর্ম্মে ছিল ভারি তুলিতে দুষ্কর।
এখন হয়েছে শুষ্ক, নহে তত ভার।।
ইহাতে কেমনে রাম করি অনুমান।
বালি রাজা হইতে যে তুমি বলবান।।
শুন প্রভু রঘুনাথ আমার বচন।
বালির বিক্রম শুন করি নিবেদন।।
দিগ্বিজয় করিতে চলিল দশানন।
বালির সহিত যুদ্ধ হইল ঘটন।।
সন্ধ্যা করে বালিরাজা সাগরের জলে।
হেনকাল দশানন চৌদিকে নেহালে।।
তপ করে বালিরাজা মুদ্রিত নয়ন।
পশ্চাতে ধরিতে যায় রাজা দশানন।।
যুদ্ধ নাহি করে বালি, তপ নাহি ত্যজে।
পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড়াইল লেজে।।
লাঙ্গুলে বান্ধিয়া ফেলে সাগরের জলে।
একবার ডুবাইয়া আরবার তোলে।।
এইরূপে তপ করে চারি পারাবারে।
জল খাইয়া রাবণ বাঁচিতে না পারে।।
চারি সাগরেতে করি সন্ধ্যা সমাপন।
উঠিলেন বালি, লেজে বান্ধা দশানন।।
রজনী হইল, বালি চলি গেল ঘর।
কাতরে রাবণ বলে ক্ষম কপীশ্বর।।
বহু স্তবে ক্ষমে বালি তার অপরাধ।
রাবণ হইল মুক্ত পরম আহ্লাদ।।
এক যুক্তি শুন প্রভু কমললোচন।
বালি সঙ্গে মিলন করাহ এইক্ষণ।।
মিলন হইলে রাম দুই সহোদরে।
দোঁহে মিলি মারি গিয়া লঙ্কেশ্বরে।।
ভ্রাতা দুই জনে যদি করাহ মিলন।
কোন্ ছার গণি তবে রাজা দশানন।।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা বালিরাজে আঁটে।
রাবণে আনিবে বালি ধরি তার জটে।।

এতেক বলিল যদি সুগ্রীব তখন।
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহেন বচন।।
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা যে অগ্নি সাক্ষী করি।
বালি বধি তোমারে করিব অধিকারী।।
আমার বচন কভু না হয় খণ্ডণ।
পিতৃ-বাক্যক্রমে কেন আইলাম বন।।
এতেক বলিল রাম কমললোচন।
সুগ্রীবের ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মণ।।
সাত তালগাছ আছে একই সোসর।
প্রত্যয়েতে তোমার বিন্ধেন রঘুবর।।
সুগ্রীব বলেন, তবে শুনে নরবর।
নখের চাপনে বিন্ধে তাহা কপীশ্বর।।
সাত তালগাছ যদি বিন্ধে এক শরে।
তবে সে বালিকে তুমি জিনিবে সমরে।।
হাসেন শ্রীরঘুনাথ, আলো দশদিকে।
তালগাছ বিন্ধি মাত্র, কোন্ কাজে লাগে।।
সুচিত্র বিচিত্র বাণ কনক রচিত।
তূণ হৈতে লইলেন শ্রীরাম ত্বরিত।।
দৃঢ়মুষ্টি করি নিল দক্ষিণ হস্তেতে।
ছুটিল রামের বাণ সে সাত তালেতে।।
সপ্ত তাল ভেদ করি বাণ হৈল পার।
ঋষ্যমূক পর্ব্বত বিন্ধিয়া আগুসার।।
এক বাণে শৈল বিন্ধে সপ্তগাছ তাল।
বজ্রাঘাত শব্দে বাণ সন্ধ্যায় পাতাল।।
রাজহংস মূর্ত্তিমান আসিবার কালে।
পুনর্ব্বার বাণ আইল শ্রীরামের কোলে।।
নিজমূর্ত্তি ধরি বাণ তূণমধ্যে ঢোকে।
রামের বিক্রমে সবে হাত দিল নাকে।।
সকল বানর নিল রামের পদধূলি।
তুমি পার মারিবারে শত শত বালি।।
সুগ্রীব বলেন, তব বিক্রমেতে জানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু এসেছ আপনি।।
তোমা হেন মিত্র মোরে দিলেন বিধাতা।
তোমার প্রসাদে পাব রাজদণ্ড ছাতা।।

বালির সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধ ও সুগ্রীবের পরাজয়

শ্রীরাম বলেন, কি বিলম্বে প্রয়োজন।
বালির সহিত ঝাট করাহ দর্শন।।
দেখিলে শত্রুরে মারি ঘুচাইব ডর।
সুখে রাজ্য করিবে তোমরা মিত্রবর।।
সুগ্রীবের দেন রাম আশ্বাস বচন।
সাতজন কিষ্কিন্ধ্যায় করেন গমন।।
রাজদ্বার নিকটে বলেন রাম ধীরে।
বৃক্ষ আড়ে লুকাইয়া থাকি দুই বীরে।।
বালি দ্বারে সুগ্রীব ছাড়িবে সিংহনাদ।
তাহাতে অবশ্য বালি শুনিবে সংবাদ।।
করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরব্ধ।
এক বাণে বালিকে করিব আমি স্তব্ধ।।
বালি-দ্বারে সুগ্রীব ছাড়িল সিংহনাদ।
বাহির হইল বালি দেখিয়া প্রমাদ।।
বীরদর্প করে বালি অতি ভয়ঙ্কর।
বিক্রমে আক্রমণ করে সুগ্রীব উপর।।
হাতে হাতে মাথে মাথে বাধিল সমর।
দুই ভাই মল্লযুদ্ধ করে বহুতর।।
ক্ষণে হেঁটে পড়ে বালি, ক্ষণেক উপরে।
ক্ষিতি টলমল করে উভয়ের ভরে।।

দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ি সিংহনাদ।
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ।।
দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান।
উভয়ের বেশ ভূষা বয়স সমান।।
চিনিতে নারেন রাম সুগ্রীব বানরে।
বালিকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে।।
সুগ্রীবের মারে বালি বজ্রসম চড়।
সহিতে না পারি তাহা উঠি দিল রড়।।
মহাবল বালিরাজা অতুল প্রতাপ।
তাহার সহিত যুদ্ধ সহে কার বাপ।।
বড় বড় বীরগণে করে যে সংহার।
যুদ্ধারম্ভে সুগ্রীব বানর কোন্ ছার।।
তখনি সে সুগ্রীবের বধিত পরাণ।
সহোদর ভাই বলি দিল প্রাণদান।।
রক্তে রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা পলায় সুগ্রীব।
আগে যায় ফিরে চায়, প্রায় সে নির্জীব।।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব পলাইল।
মুনিশাপ বালি মনে করিয়া ফিরিল।।
না পারিয়া সুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে।
ঘরে যায় বালি রাজা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।।
ভাল পলাইয়া গেলি লইয়া জীবন।
কি জোরে করিস রে আমার সঙ্গে রণ।।
ভাল হৈল পলাইলে, হয়ে মোর ভাই।
প্রাণেতে মারিব, যদি পুনঃ দেখা পাই।।
সিংহাসনে বসি বালি ভাবে মনোদুঃখে।
সুগ্রীব জর্জ্জর ঘায়ে, রহে ঋষ্যমূকে।।
আছে হেঁট মুখেতে সুগ্রীব অপমানে।
চলিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি সেইখানে।।
মাথা তুলি সুগ্রীব রামেরে নাহি দেখে।
বহু অনুযোগ করে সবার সম্মুখে।।
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে।
কি করিত রাজ্যভোগ, কি করিত রামে।।
মারিতে নারিবে আগে না বলিলে কেনে।
বালি সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণে।।
তখনি বলেছি বালি বিষম দুর্জ্জয়।
তাহারে সংহার করা ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয়।।
বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর।
বালিকে মারিতে পারে হেন কোন্ বীর।।
আছুক যুদ্ধের কাজ, দরশনে ভাগে।
কোন জন যুদ্ধ করে সে বালির আগে।।
কেন বা গেলাম, পাইলাম অপমান।
এতক্ষণ থাকিলে বধিত মোর প্রাণ।।
ঋষ্যমূক পর্ব্বত নিকটে ছিল সেই।
এ সঙ্কটে রক্ষা আমি পাইলাম তেঁই।।
বালিকে মারিবে বলি করিলে আশ্বাস।
আমাকে ফেলিয়া রণে হৈলে এক পাশ।।
এখনি মারিবা বাণ, হেন মোর মনে।
কোথা বাণ, কোথা রাম, ভাগ্যে আছি প্রাণে।।
শ্রীরাম বলেন, মিত্র না বল বিস্তর।
উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর।।
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান।
মিত্রবধ ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ।।
চিহ্ন দিয়া মিত্র তুমি রণে গেলে চিনি।
বালিকে মারিব, রাজা হইবা আপনি।।
পুনঃ যুদ্ধে গেলে যবে আসিবেক বালি।
যুচাইব তখনি মনের যত কালি।।
বঞ্চিল সুগ্রীব রাত্রি রামের আশ্বাসে।

www.bengaliebook.com

রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

শ্রীরাম কর্ত্তৃক বালি বধ

চিহ্ন বিনা নাহি চেনা যায় সুগ্রীবেরে।
চিহ্ন দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষ্মণেরে।।
লক্ষ্মণ দিলেন পুষ্পমালা তার গলে।
করিলেন সাত বীর যাত্রা শুভকালে। ।
রাজ্যলোভে সুগ্রীব মারিতে সহোদরে।
আগে আগে চলিল বিলম্ব নাহি করে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যান হাতে ধনুঃশর।
তাহার পশ্চাৎ চলে ইতর বানর।।
মৃগ পক্ষী বনচর দেখে স্থানে স্থান।
লক্ষ লক্ষ হস্তী দেখে পর্ব্বত প্রমাণ।।
বনের ভিতর দেখে অতি বিচক্ষণ।
মুনির আশ্রম মাঝে কদলীর বন।।
শ্রীরাম বলেন, মিত্র অদ্ভুত কদলী।
কাহার সৃজন এই আশ্রম মণ্ডলী।।
সুগ্রীব বলেন, হেথা ছিল সপ্ত মুনি।
করিত কঠোর তপ লোকমুখে শুনি।।
তারা দশ হাজার বৎসর অনাহারে।
করি তপ সশরীরে গেল স্বর্গপুরে।।
সকলে বন্দেন গিয়া আশ্রম-মণ্ডল।
যাহারে বন্দিলে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল।।
সুগ্রীব বলিল, রাম হও সাবধান।
কালিকার মত যেন না হয় বিধান।।
আপন শপথে মিত্র আজি হও পার।
অবশ্য করিব আমি সীতার উদ্ধার।।
আমার বচন মিথ্যা না ভাবিহ মনে।
সীতা উদ্ধারিব আমি মারিয়া রাবণে।।
শ্রীরাম বলেন, তুমি ভূষিত মালায়।
বালিকে বধিব আজি, বাঁচাব তোমায়। ।
বালিকে দেখিবামাত্র চালাইব শর।
পুনরায় বালি আজি না যাইবে ঘর।।
সপ্ত তাল বিন্ধিলাম আমি যেই বাণে।
সেই বাণ স্মরিয়া নিশ্চিন্ত হও মনে।।
মিথ্যা না বলিব, সত্য না করিব আন।
বালি রাজা নিতান্ত হারাবে আজি প্রাণ।।
সিংহনাদ ছাড়িল সুগ্রীব বালি-দ্বারে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মহীধরে।।
পাইয়া রামের বল সুগ্রীব প্রবল।
সিংহনাদে কাঁপাইল ধরা রসাতল।।
সিংহনাদে রুষিল বানররাজ বালি।
সম্মুখে যাহারে দেখে তারে দেয় গালি।।
মুখখান মেলে যেন জ্বলন্ত আঙরা।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া চক্ষুর দুই তারা।।
সত্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর।
তিন শত যোজন দীঘল কলেবর।।
যদি বাঞ্ছা হয়, হয় নকুল প্রমাণ।
কখন আকাশ যোড়া হয় পরিমাণ।।
লাঙ্গুল করতে পারে যোজন পঞ্চাশ।
উভ যদি করে, তবে পরশে আকাশ।।
তারা মহাদেবী তার অতি বুদ্ধি ধরে।
বালিকে বারণ করে যাইতে সমরে।।
কোপ সম্বরহ, রণে না কর গমন।
আমার বচন শুন জীবন-কারণ।।

একদিন যুদ্ধে যার বৎসর বিশ্রাম।
কি সাহসে আইসে সে করিতে সংগ্রাম।।
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুঝিতে হাঁকারে।
হইলে পণ্ডিত লোক অবশ্য বিচারে।।
আপনা পাসর তুমি, মত্ত হও কোপে।
ভাবিতে তোমার কর্ম্ম ভয়ে প্রাণ কাঁপে।।
যুদ্ধে না যাইও প্রভু শুন মোর বাণী।
আজিকার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি।।
কালি গেল তব স্থানে সুগ্রীব হারিয়া।
কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়া।।
অবশ্য কাহার ঠাঁই পাইয়াছে বল।
নতুবা আসিবে কেন, নিজে সে দুর্ব্বল।।
যুদ্ধে না যাইহ তুমি থাক অন্তঃপুরে।
ডাকিছে সুগ্রীব দ্বারে, ডাকুক বাহিরে।।
সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম।
রাজপুত্র দুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম।।
পিতৃসত্য পালিতে হইল বনবাসী।
বল্কল পরিধান, শিরে জটা, সে সন্ন্যাসী।।
রাজ্য হারাইয়া তারা ভ্রমে বনে বনে।
মিলিয়াছে তারা বুঝি সুগ্রীবের সনে।।
রাজ্যভ্রষ্ট সুগ্রীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে।
সহায় করিয়া বুঝি আইল রামেরে।।
যদ্যপি এমত হয়, তবে বড় ভার।
নাহি দেখি অদ্য যুদ্ধে মঙ্গল তোমার।।
ভাল মন্দ হউক সে তবু সহোদর।
সহোদর সনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর।।
ক্ষান্ত হও মহারাজম কাজ নাই রাগে।
সুগ্রীব সহিত রাজ্য কর একযোগে।।
সকলে রাজত্ব করে, সুগ্রীব বঞ্চিত।
সহিতে না পারে দুঃখ, ভাবে বিপরীত।।
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা।
অহঙ্কারে না যাইহ সংগ্রামের বেলা।।
আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন।
পিতৃসত্য হেতু রাম আইলেন বন।।
কৈকেয়ী বিমাতা তাঁরে দিল সত্যভার।
কনিষ্ঠেরে রাজ্যে রাম দেন অধিকার।।
শত্রু হৈয়া যেই জন পাঠাইল বনে।
তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে।।
তোমার বাপের বেটা, কনিষ্ঠ সোদর।
দুই ভাই রাজ্য কর হৈয়া একত্তর।।
বালি বলে না ভাবিহ তারা চন্দ্রমুখী।
সুগ্রীব মরিলে রণে নহি আমি দুঃখী।।
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিলাম সুড়ঙ্গের দ্বারে সে চণ্ডালে।।
বৃক্ষ প্রস্তরেতে সে সুড়ঙ্গ-দ্বার ঢাকে।
আমার মহিষী হরে, জাতি নাহি রাখে।।
তোমার কথায় তারে না মারিব প্রাণে।
হাতে গলে বান্ধি দিব, তোমা বিদ্যমানে।।
তারা বলে শুন রাজা করি নিবেদন।
সুগ্রীবের দোষ নাই দোষী পাত্রগণ।।
পাত্রগণে রাজ্য দিল হইয়া সন্তোষ।
সুগ্রীব হইল রাজা, তার নাহি দোষ।।
করহ আমারে ক্ষমা, রাখহ বচন।
আজিকার দিন তুমি না করহ রণ।।
ক্ষিতি খান খান হয়, পর্ব্বত উপাড়ে।
চন্দ্র সূর্য্য আদি শ্রীরামের বাণে পোড়ে।।
রামেরে সহায় করি যদি সে আইসে।
তবে বল প্রাণনাথ রক্ষা পাবে কিসে।।

বালি বলে, বল কেন অসত্য বচন।
মারিবেন শ্রীরাম আমারে কি কারণ।।
পরের কথায় কি করিবেন অধর্ম্ম।
রামকে না ভয় করি, শুন তার মর্ম্ম।।
সত্যবাদী রাম, বড় সত্যধর্ম্মে মন।
সত্যের কারণে তিনি আইলেন বন।।
কখন রামের সঙ্গে মোর নাহি বাদ।
তিনি কেন করিবেন মিথ্যা বিসম্বাদ।।
আমি দোষী নহি, রাম রুষিবেন কিসে।
পুনঃ পুনঃ কহ কেন রাম বুঝি আসে।।
তবে যদি সুগ্রীব-সাহায্যে আসে রাম।
তবু নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম।।
রুষিয়া চলিল বালি সিংহের গর্জ্জনে।
না রহিল তারা মহাদেবীর বচনে।।
যাত্রাকালে তারাদেবী করিল মঙ্গল।
কিন্তু তার নেত্রে জল করে ছল ছল।।
অন্তরে জানিয়া তারা কান্দিল বিস্তর।
এবার নিস্তার নাহি, সমর দুস্তর।।
বাহির হইয়া বালি চতুর্দ্দিকে চায়।
একা সুগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায়।।
বালি সুগ্রীবের যুদ্ধে লাগে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি দুই জনে করে বেড়াবেড়ি।।
বেড়াবেড়ি দুই জনে করে জড়াজড়ি।
জড়াজড়ি দুইজনে করে মারামারি।।
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর।
দুই জন মল্লযুদ্ধ একটি প্রহর।।
সুগ্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রখর।
একটি চাপড়ে তারে করিল কাতর।।
বাল বজ্রমুষ্টি যে মারিল তার বুকে।
অচেতন সুগ্রীব, শোণিত উঠে মুখে।।
সুগ্রীবের অচেতন দেখিয়া সম্মুখে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়েন ধনুকে।।
সশঙ্ক সুগ্রীব প্রায় করে পলায়ন।
আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ।।
দশদিক আলো করি সেই বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাত সম বাণ বালি-বক্ষে ফুটে।।
বুক ধরি বাল রাজা করে হাহাকার।
কোন্ জন করিল এ দারুণ প্রহার।।
বুকে পৃষ্ঠে ভার সে নাড়িতে নারে পাশ।
এক বাণে পড়ে বালি, ঘন বহে শ্বাস।।
পড়িলেক বালি রাজা ইন্দ্রের নন্দন।
গায়ের ভূষণ খসে, অঙ্গের বসন।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ।
ধার্ম্মিক রামের কেন হইল প্রমাদ।।

বালি কর্ত্তৃক শ্রীরামের র্ভৎসনা

ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছটফট।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট।।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে।।
রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহি বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি।।
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধুজ্ঞানে।।
রাজকুলে জন্মিয়াছ, নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে রাম, এ কোন্ বিধান।।

শজারু গণ্ডার কূর্ম্ম, গোধিকা শল্লকী।
ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ, এই পঞ্চনখী।।
তার মধ্যে কেহ নাহি শুন রঘুবীর।
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির।।
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন।
মৃগ নাহি শাখামৃগে কোন্ প্রয়োজন।।
নির্দ্দোষী বানর আমি মার কোন্ কার্য্যে।
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে।।
কোন্ দেশ লুটিয়া দিলাম কারে ক্লেশ।
কোন দোষে করিলে আমার আয়ুঃ শেষ।।
আর বংশ জন্ম নহে, জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে।।
এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি।
অপরাধ বিনা বিনাশিলে মম প্রাণী।।
সবে বলে, রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ।।
তপস্বীর ছলে রাম ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিব প্রাণ, সদা ভাব মনে।।
সর্ব্বলোকে বলে, রাম ধর্ম্ম-অবতার।
ভাল দেখাইলে রাম সেই ব্যবহার।।
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক।
আমারে মারিয়া রাম কি পাইলে সুখ।।
কোথাও না দেখি হেন, কখন না শুনি।
একের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় খুনি।।
সম্মুখি-সম্মুখি যদি মারিতে হে বাণ।
একটা চপেটাঘাতে বধিলাম প্রাণ।।
সম্মুখে সংগ্রাম বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম আমারে বধিলে হয়ে চোর।।
জ্ঞাত আছ আমারে, যেমন আমি বীর।
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির।।
সুগ্রীব আমার বাদী, সাধি তার বাদ।
অবিবাদে তুমি কেন করিলে প্রমাদ।।
কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে।
বিনা দোষে কপটেতে বধি বালিরাজে।।
দশরথ রাজা, তিনি ধর্ম্ম-অবতার।
তাঁর পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার।।
মহারাজা দশরথ ধর্ম্মে রত মন।
তাঁর পুত্র তুমি না হইবে কদাচন।।
ধর্ম্মহীন মান্যে ছিলে বাপের গৌরবে।
মিলিলে সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে।।
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা।।
বানর হইতে কার্য্য করিবে উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার।।
এক লাফে পারাবার হইতাম পার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার।।
রাজপুত্র তুমি রাম, নাহি বিবেচনা।
কোন্ ছার মন্ত্রী সহ করিলে মন্ত্রণা।।
করিলাম কত শত বীরের সংহার।
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন্ ছার।।
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে।
লেজে বান্ধি ডুবাইনু চারি পারাবারে।।
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় খসে।
পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে।।
ত্রিলোক বিজয়ী শিবভক্ত দশগ্রীব।
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব।।
যদি হয় হইবে, বিলম্ব বহুতর।
মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর।।

যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার।।
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায়।।
এ নহে বিচিত্র ভার, আমি বালিরাজ।
আমারে না জানে কোন বীরের সমাজ।।
বিস্তর ভৎসিল রামে রণস্থলে বালি।
কৃত্তিবাস বলে কেন রামে দেহ গালি।।

শ্রীরামের প্রতি বালির বিনয়

শ্রীরাম বলেন, বালি শুন হয়ে স্থির।
বানর জাতির মধ্যে তুমি বড় বীর।।
আমারে করিলে তুমি অনেক ভৎসন।
আর যদি থাকে কিছু কহ কুবচন।।
পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে।
দয়া করি কোন্ রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে।।
ঘাস খায়, বনে চরে, নাহি অপরাধ।
তবু মৃগ মারিতে রাজারা হয় ব্যাধ।।
মৎস্যগণ জলে থাকে তারা হিংসে কাকে।
তারে বধ করে কেন বড় বড় লোকে।।
পশু পক্ষী সর্ব্ব স্থানে থাকে সর্ব্ব বনে।
ব্যাধগণ অবিরত কেন তারে হানে।।
আমার রাজ্যেতে থাকি কর পরদার।
সেই পাপে মম রাজ্যে পাপের সঞ্চার।।
মম বাণে তোমার হইল মুক্ত পাপ।
স্বর্গে যাহ বালি, কেন করহ সন্তাপ।।
ভক্ত হেন সুগ্রীবের করিব পালন।
তাহার যে শত্রু, তার বধিব জীবন।।
করিয়াছি মিত্রতা পাবক সাক্ষী করি।
কোথাও না রাখি আমি সুগ্রীবের অরি।।
সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভাই তুমি ত গর্ব্বিত।
তোমারে অধিক বলা না হয় উচিত।।
তোমার সহিত যুদ্ধ মোরে নাহি সাজে।
ক্ষমা কর কপিরাজ কেন পাড় লাজে।।
ক্ষমা কর বীর, তব দৈবের লিখন।
আমার প্রসাদে যাও মহেন্দ্র-ভুবন।।
ইন্দ্র-পুত্র তুমি হও মহেন্দ্রের বেশ।
অমরাবতীতে যাও আপনার দেশ।।
বালি বলে, ত্রিভুবনে তুমি ত পূজিত।
ব্যথিত হইয়া বলিলাম অনুচিত।।
ক্ষমা কর, ধরি রাম তোমার চরণ।
সুগ্রীব অঙ্গদে তুমি করহ পালন।।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিতে করিলে স্বীকার।
অঙ্গদেরে দিবে তুমি কোন্ অধিকার।।
তুমি দাতা, তুমি কর্ত্তা, তুমি ত বিধাতা।
সুগ্রীব অঙ্গদের ধর্ম্মতঃ হও পিতা।।
সুষেণ-দুহিতা তারা আছে গৃহমাঝে।
সুগ্রীব না দেয় দুঃখ যেন কোন কাজে।।
শ্রীরাম বলেন, গতি চিন্ত কপিরাজ।
পবিত্র হইলে তুমি, কথায় কি কাজ।।
শ্রীরামে বিনয়ে কহে বালি যোড় হাত।
বিরূপ বচন ক্ষমা কর রঘুনাথ।।
বালির বচন শুনি রামের উল্লাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

বালির মৃত্যুতে তারার বিলাপ ও শ্রীরামের প্রতি তারার অভিশাপ প্রদান

রণে পড়ে বালিরাজ শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেবী শুনে।।
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আলুয়িত কেশে।
অঙ্গদেরে লয়ে যায় বালির উদ্দেশে।।
পথে দেখে মন্ত্রিগণ পলাইছে ত্রাসে।
অশ্রুমুখী তারাদেবী সবারে জিজ্ঞাসে।।
তোমরা রাজার পাত্র ছিলে তাঁর সাথী।
তবে ছাড়ি যাও কেন রাখিয়া অখ্যাতি।।
কপিগণ বলে, শুন তারা ঠাকুরাণী।
দুই ভাই বিস্তর করেন হানাহানি।।
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
শ্রীরামের বাণে বালি হারাইল প্রাণ।।
চারিভিতে সৈন্য লৈয়া রাখ অন্তঃপুরী।
অঙ্গদেরে রাজা কর শোক পরিহরি।।
তারা বলে রাজ্য নিয়ে থাকুক অঙ্গদ।
স্বামী সঙ্গে যাব আমি এই সে সম্পদ।।
শিরে করে করাঘাত, বস্ত্র না সম্বরে।
রণস্থলে রাণী চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করে।।
ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া বসিয়া রঘুনাথ।
লক্ষ্মণ সম্মুখে তাঁর করি যোড়হাত।।
কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোন কথা।
সকলে বসিয়া আছে হেঁট করি মাথা।।
বালির নিকটে তারা চলিল সত্বরে।
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে।।
মেঘের গর্জ্জন তুল্য তোমার গর্জ্জন।
বড় বড় বীর সহে কে তোমার রণ।।
শ্রীরামের এক বাণে লোটাও ভূতলে।
একি অসম্ভব কর্ম্ম বিধি দেখাইলে।।
মম বাক্য না শুনিলে করিলে সাহস।
তোমার নাহিক দোষ, বিধাতা বিরস।।
মুদিলে নয়ন নাথ ত্যজিয়া আমায়।
তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায়।।
চন্দ্র যান অস্ত, তার সঙ্গে যায় তারা।
তোমার হইল অন্ত কেন রহে তারা।।
রাজ্যলোভে সুগ্রীব করিল এই কাজ।
কান্দাইল কিষ্কিন্ধ্যার বিশিষ্ট সমাজ।।
এতেক বলিয়া কান্দে তারা কৃশোদরী।
তাহার ক্রন্দনে কান্দে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।।
বালক অঙ্গদ কান্দে মৃত্তিকা শয়নে।
পশু পক্ষী আদি কান্দে বালির মরণে।।
থাকুক অন্যের কথা, কান্দেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে বিরস বদন।।
তারা বলে, রাম তব জন্ম রঘুকুলে।
আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে।।
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ।
লুকাইয়া মারিলে পাইলাম বড় তাপ।।
শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান।
ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ।।
একেবারে আমার করিলে সর্ব্বনাশ।
সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ।।
বিচ্ছেদ-যাতনা যত জান ত আপনি।
তবে কেন আমারে দিলে হে রঘুমণি।।

প্রভু শাপ না দিলেন সদয় হৃদয়।
আমি শাপ দিব তোমা, ফলিবে নিশ্চয়।।
সীতারে উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে।।
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস।।
কান্দাইলা যেইরূপ কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী।।
আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে।
কান্দিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে।।
আমি শাপ দিলাম না হইবে খণ্ডন।
সীতার কারণে রাম হবে জ্বালাতন।।
সীতার কারণে তুমি প্রাণ হারাইবে।
এ জন্মের মত দুঃখে কাল কাটাইবে।।
বানরী হইয়া তারা রামেরে গরজে।
এতেক সম্পদ মোর তোমা হেতু মজে।।
ইহা মনে না করিহ, আমি নারায়ণ।
কর্ম্মমত ফলভোগ করে সর্ব্বজন।।
বিনা দোসে মারিলে যেমন কপীশ্বরে।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে।।
সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন।
যাহা বলি তাহা হবে নাহি বিমোচন।।
খেদে তারা কান্দে কোলে করিয়া বালিরে।
তারার ক্রন্দনে বালি বলে ধীরে ধীরে।।
শুন তারা প্রেয়সি, তোমারে আমি বলি।
আমি বহু রামেরে দিয়াছি গালাগালি।।
আমার বচনে বড় পাইলেন লাজ।
তুমি মন্দ বলিয়া সাধিবে কোন্ কাজ।।
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
রাবণের অপরাধে আমার মরণ।।
বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল, রামের কি দোষ।
গালি দিলে শ্রীরাম হবেন অসন্তোষ।।
তারা প্রতি দিল বালি প্রবোধ বচন।
মৃত্যুকালে সুগ্রীবের করে সম্ভাষণ।।
বালি বলে, সুগ্রীব তুমি যে সহোদর।
তব সঙ্গে বিসম্বাদ হইল বিস্তর।।
তোমার বিবাদে মম এই ফল হয়।
তুমি রাজ্য কর, আমি মরি হে নিশ্চয়।।
তব দোষ নাহি, মোরে বিধাতা বিমুখ।
একত্র না হইল দোঁহার রাজ্যসুখ।।
রাজ্যভোগে বাড়াইলাম অঙ্গদ সুন্দর।
পদতলে লোটে পুত্র ধূলায় ধূসর।।
অঙ্গদেরে ভাই তুমি নাহি দিও তাপ।
আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ।।
অঙ্গদের ভয়েতে অভয় দিও দান।
পালন করিও এরে পুত্রের সমান।।
আমি যদি থাকিতাম, হইত পালন।
এই লহ অঙ্গদেরে করি সমর্পণ।।
দারুণ রামের বাণে পোড়ে এ শরীর।
ক্ষণেক থাকিয়া প্রাণ হইবে বাহির।।
ইন্দ্র মালা দিয়াছেন পুত্রের সন্দেশ।
সুগ্রীবের দিই যে দেখুক এই দেশ।।
শ্রীরামের ঠাঁই বালি লয় অনুমতি।
সুগ্রীবের গলে দিল, ধরে নানা জ্যোতি।।
সুগ্রীবের মালা দিয়া পুত্রপানে চাহে।
মৃত্যুকালে অঙ্গদেরে পরিমিত কহে।।
বাড়িলে যেমন পুত্র আমার গৌরবে।
সেই মত বাড়াইবে তোমারে সুগ্রীবে।।

অহঙ্কার না করিহ আমার কথনে।
খুড়ার করিহ সেবা বিবিধ বিধানে।।
সুগ্রীবের বিপক্ষ যে, জানিও বিপক্ষ।
সুগ্রীবের যেই পক্ষ, সেই তব পক্ষ।।
অধর্ম্ম না করিহ, করিহ সেবাকর্ম্ম।
খুড়ার করিহ সেবা, পরাপর ধর্ম্ম। ।
এত বলি বালিরাজা ত্যজিল পরাণ।
প্রেরণ করেন ইন্দ্র তখনি বিমান। ।
কালের কুটিল গতি কে বুঝিবে স্থির।
রণস্থলে শয়ন করিল মহাবীর।।
বিমানে চড়িয়া গেল অমরাবতীতে।
হাহাকার করি তারা লাগিল কান্দিতে।।
শিরে করি করাঘাত ত্যজে আভরণ।
ক্ষণে হাহাকার করে, ক্ষণে অচেতন।।
ছিঁড়িল মুক্তার মালা, খসিল কবরী।
ধরিয়া রাখিতে তারে নারে সহচরী।।
পতি হারাইয়া তারা, নেত্রে ধারা বহে।
বলে, প্রভু তোমার বিহনে প্রাণ দহে।।
কোথায় রহিল তব রাজ্যপাট ধন।
কোথায় তোমার দিব্য রত্ন-সিংহাসন।।
সুগ্রীব হইল তব প্রাণের আপদ।
কোথায় রহিল তব প্রাণের অঙ্গদ।।
কোথায় রহিল তব এ রাজ্য সংসার।
তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার।।
ত্রিভুবন কম্পমান তোমার বিক্রমে।
তোমার এমন দশা মম ভাগ্যক্রমে।।
রামের দারুণ বাণ বিদ্ধ বক্ষঃস্থলে।
সুগ্রীবের যত পাপ আমাতে তা ফলে। ।
বুক হৈতে সুগ্রীব তুলিয়া নিল বাণ।
বালির রক্তেতে নদী বহে খরশান।।
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল কাতর।
পাত্র মিত্র মিলি দেয় প্রবোধ উত্তর।।
কান্দে মহাদেবী তারা, না মানে প্রবোধ।
হনুমান বলে কত করি অনুরোধ।।
শোক পরিহর রাণী, সম্বর ক্রন্দন।
এমনি কালের ধর্ম্ম, কে করে খণ্ডন।।
পরম ধার্ম্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান।
রামের প্রসাদে যাইলেন পিতৃস্থান।।
অঙ্গদেরে পালহ, পালহ সবাকারে।
সকলি তোমার রাণী যে আছে সংসারে। ।
অঙ্গদ হইবে রাজা দেখিবে নয়নে।
পরিত্যাগ কর শোক, ধৈর্য্য ধর মনে।।
নেত্রনীর ঝরে যেন শ্রাবণের ধারা।
না কহিলে নহে, তেঁই কহে রাণী তারা।।
শুন বীর, রাজা যদি অঙ্গদ হইবে।
শ্রীরামের কি সাহায্য করিবে সুগ্রীবে।।
ভাল মন্দ পুত্রের যে নাহি মনে করি।
স্বামী সহ মরিলে সকল দায় তরি।।
নারীর গৌরব যত, স্বামী সব জানে।
কি করিতে পারে পুত্র স্বামীর বিহনে।।
পুত্রেরে বলিলে মন্দ, অবশ্য সে রোষে।
স্বামীরে বলিলে মন্দ, মনে মনে হাসে।।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বামী, নারীর বিধাতা।
কামিনীর স্বামী হয় সুখ মোক্ষদাতা।।
স্বামীসেবা করিবেক, যদি হয় সতী।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।।
স্বামী দাতা, স্বামী কর্ত্তা, স্বামী মাত্র ধন।
স্বামী বিনা গুরু নাহি, বলে জ্ঞানীজন।।

www.bengaliebook.com

শত পুত্রবতী যদি স্বামীহীনা হয়।
তথাপি সকলে তারে অভাগিনী কয়।।
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল।
তারার ক্রন্দনে হয় সুগ্রীব বিকল।।
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

বালির সৎকার

শ্রীরাম বলেন মিত্র না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাই, দৈব পাড়িল প্রমাদ।।
সম্বরহ শোক তুমি বানরের রাজ।
ত্বরা করি করহ বালির অগ্নিকাজ।।
শুষ্ক কাষ্ঠ আন মিত্র, অগুরু চন্দন।
রাজ-আভরণ আন বসন ভূষণ।।
বৃহৎ শরীর তার করিতে বহন।
বাছিয়া কটক আন বাহির বাহন।।
লক্ষ্মণ বলেন, হনুমান হও স্থির।
সর্ব্ব আয়োজন তুমি আনহ বালির।।
হনুমান সান্ধাইল ভাণ্ডার ভিতরে।
নানা রত্ন আভরণ আনিল বাহিরে।।
রাজচতুর্দ্দোল আনে বিচিত্র বসন।
বিলাইতে আনে আরো বহুমূল্য ধন।।
রাজচতুর্দ্দোলে নিয়া তুলিল বালিরে।
সকলে লইয়া গেল পম্পানদী তীরে।।
চন্দনকাষ্ঠের চিতা করিল সে তীরে।
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে।।
রাজযোগ্য চিতা করে, নানা পুষ্প জাতি।
তারা মহাদেবী করে বৈশ্বানরে স্তুতি।।
অগ্নিকার্য্য বালির করিল বন্ধুগণ।
তাহার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন।।
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।
রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর।।
রামনাম স্মরিলে যমের দায় তরি।
শ্রীরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি।।
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ।।

সুগ্রীবের রাজ্যেপ্রাপ্তি

সকল বানর গেল রাম-বিদ্যমান।
সুগ্রীবের ইঙ্গিতে বলেন হনুমান। ।
তোমার প্রসাদেতে সুগ্রীব হৈল রাজা।
বাঞ্ছা করে সুগ্রীব তোমারে করে পূজা।।
পাইলে তোমার আজ্ঞা যায় অন্তঃপুরে।
অন্তঃপুরে শ্রীরাম আইস রাজপুরে। ।
শ্রীরাম বলেন, পুরে না করি প্রবেশ।
বনবাস করিবারে পিতার আদেশ।।
চতুর্দ্দশ বৎসর ভ্রমি বনে বন।
নগরে কেমনে আমি করিব গমন।।
সুগ্রীবের শ্রীরাম বলেন লও ভার।
রাজা হৈয়া কর তুমি রাজ্য অধিকার।।
বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ।
এই হেতু অঙ্গদেরে কর যুবরাজ।।
মহাদেবী তারার করহ পুরস্কার।
তারার মন্ত্রণায় করিহ ব্যবহার।।
আইল শ্রাবণ মাস, বরিষা প্রবেশ।
শাখামৃগ কটক থাকুক নিজ দেশ।।
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলে বড় দুঃখ।
বরিষায় কিছুদিন কর রাজ্যসুখ।।
বর্ষা গেলে ঘরে যে থাকিবে এক দণ্ড।
তাহার করিব মিত্র সমুচিত দণ্ড।।

শ্রীরামের আজ্ঞাতে সে গেল অন্তঃপুর।
নানা বস্ত্র রত্ন দান করিল প্রচুর।।
সুগ্রীবে করিতে রাজা আইল রাজ্যখণ্ড।
সিংহাসন বাহির করিল ছত্রদণ্ড।।
শুভক্ষণে সুগ্রীব বসিল সিংহাসনে।
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে।।
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ।
সাগরের জলে তার করে অভিষেক।।
ছত্রদণ্ড দিল আর কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
অভিষেক করি দিল তারা কৃশোদরী।।
রাজার স্ত্রী রাজা লবে, ইহাতে কি দোষ।
তারা পাইয়া সুগ্রীবের বড়ই সন্তোষ।।
শ্রীরামের অলঙ্ঘিত বচন প্রমাণে।
অঙ্গদের অভিষেক করে অবসানে।।
করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ।
রাম জয় বলি ডাকে সব কপিগণ।।
সীতার লাগিয়া রাম সদা ক্ষুন্ন মন।
বরিষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবান।।
দুই ক্রোশ অন্তরে থাকেন রঘুবীর।
যথা বহে পর্ব্বতেতে সুগন্ধ সমীর।।
বাসা করি থাকিলেন পর্ব্বত শিখর।
স্থানে স্থানে পর্ব্বতেতে দিব্য সরোবর।।
নানাবিধ বৃক্ষেতে বিচিত্র ফুল ফল।
ধবল রজনী, পূর্ণচন্দ্র সুশীতল।।
রামের সুখের হেতু না হয় কিঞ্চিৎ।
সীতা বিনা সর্ব্ব সুখে শ্রীরাম বঞ্চিত।।
শয়ন ভোজন তাঁর কিছু নাহি মনে।
দিন যায় রোদনেতে, রাত্রি জাগরণে।।
রাজ্যভোগ সুগ্রীবের বাড়ে দিন দি।
রাত্রিদিন শ্রীরাম সীতার শোকে দীন।।
সুবর্ণপালঙ্কে শোয় সুগ্রীব ভূপতি।
তরুতলে শ্রীরাম করেন নিবসতি।।
দিব্য সুন্দরীতে সুগ্রীবের অভিলাষ।
সীতা লাগি কান্দেন শ্রীরাম চারি মাস।।
কান্দিতে কান্দিতে রাম হইল কাতর।
তাঁহারে লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ উত্তর।।
তুমি বীর, হও স্থির, ত্যজহ প্রমাদ।
মহাপুরুষেরা হেন না করে বিষাদ।।
কাতর হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে।
শোকে বুদ্ধি নাশ হয়, ক্ষিপ্ত হয় শোকে।।
শোকেতে আচ্ছন্ন হয়, যে জন অজ্ঞান।
শোক কর কেন রাম হয়ে জ্ঞানবান।।
তুমি বীর কাম ক্রোধ কর পরাজয়।
শোক-স্থানে পরাভব তব কেন হয়।।
ক্ষান্ত হও রঘুবীর চিন্তা কর দূর।
লঙ্কেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর।।
আজ্ঞা কর বিজ্ঞবর সেবক লক্ষ্মণে।
জানকী উদ্ধার করি নাশিয়া রাবণে।।
কোন্ ছার লঙ্কা, সে রাবণ কোন্ ছার।
একা আমি রাম করি সকল সংহার।।
কান্দিতে কান্দিতে গেল সে শ্রাবণ মাস।
রামের ক্রন্দনে গীত গা কৃত্তিবাস।।

সীতার শোকে রামের অনুতাপ

নীর অষ্টমাসের বরষাকালে শোষে।
মেঘ সঞ্চারিয়া চারি সাগরে বরিষে।।

বরিষার ধারাতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ।
সীতারে স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ।।
আমার বচনে কর লক্ষ্মণ আরতি।
দুরন্ত বরিষা ঋতু, স্থির নহে মতি।।
সূর্য্য চন্দ্র দোঁহে বরিষার মেঘে ঢাকে।
আমি ত মরিব ভাই জানকীর শোকে।।
সজল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন।
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন।।
চতুর্দ্দিকে জল স্থল সব এলাকার।
কেমনে হইবে কপিসৈন্য আগুসার।।
জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে।
জলমগ্না ধরণী যে ধরণীধর ভাসে।।
এ সময়ে সুগ্রীবের কহিব কি মতে।
কটক লইয়া চল সীতা উদ্ধারিতে।।
নদ নদী শুকাইবে, শুষ্ক হবে পথ।
তবে সে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ।।
তত দিনে সীতা হবে অস্থিচর্ম্মসার।
কি জানি ত্যজে বা প্রাণ বিরহে আমার।।
একাকিনী অনাথিনী শত্রুমধ্যে বাস।
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস।।
আমা বিনা জানকীর আর নাহি মন।
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন।।
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত।
কি করিবে ভাই তুমি, কি করিবে মিত।।
পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই সাগরের পার।
অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার।।
কান্দেন সর্ব্বদা রাম করিয়া হুতাশ।
রামের ক্রন্দন রচে কবি কৃত্তিবাস।।

সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের প্রতি তাড়না

বরিষা হইল গত, শরৎ প্রবেশ।
তথাপি না হইল জানকীর উদ্দেশ।।
ভেকের নিনাদ গেল, মেঘের গর্জ্জন।
নির্ম্মল চন্দ্রমা তারা প্রকাশে গগন।।
মন প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে।
মরিলেন সীতা বুঝি, দিন গেল বয়ে।।
কি করিবে ভাই তুমি, কি করিবে মিতে।
সব অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে।।
স্ত্রী পুরুষ দুই জনে ধরেছে সংসার।
ভার্য্যাতে সন্ততি হয়, বাড়ে পরিবার।।
স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার।
পুত্র না হইলে তার গতি নাহি আর।।
পিণ্ড দেয় গয়ায় সে, করয়ে তর্পণ।
সংসারের মধ্যে ভাই পুত্র বড় ধন।।
স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ নহে ছাড়া।
পুত্র না থাকিলে লোক বল আঁটকুড়া।।
তার মুখ দেখি যেবা শ্রাদ্ধ করিতে যায়।
শ্রাদ্ধক্রিয়া বৃথা তার, শাস্ত্রে হেন কয়।।
অতএব শুন ভাই ভার্য্যা বড় ধন।
তাহাতে সন্ততি হয় সংসার পালন।।
জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে যত লোক।
সবার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক।।
সুগ্রীব আমাকে নাহি ভাবে, সে নির্দ্দয়।
স্ত্রী পাইয়া কেলি করে আপন আলয়।।
তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালি।
আমাকে না স্মরে কপি রাজ্যভোগে ভুলি।।

বালিকে বধিয়া অতি পাইলাম লাজ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া সাধি তার কাজ।।
কিষ্কিন্ধ্যা পাইল কপি আমার কারণে।
এখন আমার কর্ম্ম নাহি করে মনে।।
এইক্ষণে যাও ভাই কিষ্কিন্ধ্যানগর।
সমক্ষে বলিবে তারে উচিত উত্তর।।
লক্ষ্মণ বলেন, যাই কিষ্কিন্ধ্যানগরে।
দেখিব কেমন আজি সুগ্রীব বানরে।।
জ্ঞাতি বন্ধু তাহার কুটুম্ব যত আর।
পাঠাইব সবাকারে শমনের দ্বার।।
নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে।
সুগ্রীবে মারিয়া আজি পাড়ি এক বাণে।।
তুমি প্রভু রঘুনাথ বেড়াও কান্দিয়া।
কৌতুকে সুগ্রীব থাকে পালঙ্কে শুইয়া।।
বুঝাইয়া লক্ষ্মণে কহেন রঘুবর।
মিত্রবধ না করিও, দেখাইও ডর।।
লক্ষ্মণ বিদায় হয় শ্রীরামের স্থান।
বাম হস্তে ধনুক, দক্ষিণ হস্তে বাণ।।
মহাকোপে চলিলেন ঘূর্ণিত লোচন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন।।
কিষ্কিন্ধ্যানগর-পথে যান রড়ারড়ি।
গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি।।
কিষ্কিন্ধ্যানগরে বীর হয়ে উপনীত।
দ্বারে দেখে অঙ্গদের কটক-বেষ্টিত।।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি হইয়া ফাঁফর।
প্রণতি করিল তাঁরে সকল বানর।।
হইলেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর অস্থির।
লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীর বাহির।।
লক্ষ্মণ বলেন, শুন বালির নন্দন।
সুগ্রীবের জানাও আমার আগমন।।
বনে বনে ভ্রমিতেছি আমরা কান্দিয়া।
সুগ্রীব থাকেন সিংহাসনেতে শুইয়া।।
সীতা লাগি দুই ভাই ভ্রমি বনে বনে।
নিশ্চিত আছেন তিনি রত্ন-সিংহাসনে।।
বালিকে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব।
সুগ্রীব পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মত্ত।।
অতি দুষ্ট মিষ্ট বাক্যে আসে আশ্বাসিয়া।
কোন্ লাজে থাকে ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া।।
পিঁপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
রাজ্য সহ পোড়াইব আজি এক শরে।।
সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীকার।
এখন না মনে করে তাহা একবার।।
বালি ভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে।
সে সকল সুগ্রীবের নাহি কিছু মনে।।
সুগ্রীবের কহ গিয়া এই সমাচার।
রামের অনুজ ভাই আসিয়াছে দ্বার।।
মারিলেন যে রাম বালিকে অনায়াসে।
সুগ্রীব তাঁহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে।।
পশুজাতি বানর, সুগ্রীব দুরাচারী।
তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি।।
আপনি শ্রীরঘুনাথ দয়ার সাগর।
তাঁর যোগ্য মিত্র কি এ সুগ্রীব বানর।।
কত যোগী জিতেন্দ্রিয় মুনি ব্রহ্ম-ঋষি।
অনাহারে কত জপ করে দিবানিশি।।
হেন রাম কোল দেন সুগ্রীব বানরে।
সুগ্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্মান্তরে।।
অঙ্গদ বলেন, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
স্থির হও মহাশয় করি নিবেদন।।

পাদ্য অর্ঘ্য দিল তাঁরে বসিতে আসন।
যোড়হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন।।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে।
অন্তঃপুর মধ্যে যায় পরম সম্ভ্রমে।।
সুগ্রীবে প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ।
যোড়হাতে বলে, প্রভু দ্বারেতে লক্ষ্মণ।।
ঘূর্ণিত লোচন রাজা শৃঙ্গারের মদে।
শোভা পায় শরীর কুঙ্কুম মৃগমদে।।
কামরসে বিহ্বল সুগ্রীব অন্য মন।
কিছু নাহি শুনিল অঙ্গদের বচন।।
জাগাইতে রাজারে করিল পাঁচাপাঁচি।
অনেক বানর মেলি করে কিচিমিচি।।
বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে।
কার সাধ্য স্থির থাকে এ ঘোর চীৎকার।।
শব্দ শুনি সুগ্রীব শয্যা ছাড়িয়া উঠয়।
পাত্র মিত্র দেখি রাজা ক্রোধভরে কয়।।
অন্তঃপুরে গোল কেন কর ঘোরতর।
অঙ্গদ সম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর।।
পাঠাইয়াছেন রাম আপন ভ্রাতারে।
সুমিত্রা-নন্দন বীর উপস্থিত দ্বারে।।
মহাকোপান্বিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বলিব কতেক, যত করিল ভৎসন।।
সাধিলে আপন কর্ম্ম করিয়া মিত্রতা।
রামের কর্ম্মের কালে করিলে খলতা।।
সুগ্রীব বলেন, রাম করিয়া মিতালি।
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে দেন গালাগালি।।
অপরাধ নাহি করি, কারে মোর ডর।
কেন কোপ করেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।।
করিয়াছি মিত্রতা, সে নহে অপ্রমাণ।
রাখিবারে মিত্রতা কি হারাইব প্রাণ।।
ত্রিলোক-বিজয়ী সে রাবণ মহাবীর।
যাহার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির।।
তাহার সহিত যুদ্ধে নর কি বানর।
আসিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়া কি ঘর।।
এখন ফিরিয়া যাউন স্বস্থানে লক্ষ্মণ।
আগু পাছু যাহা হবে বলিব তখন।।
মহামন্ত্রী হনুমান অতি তীক্ষ্নমতি।
কহেন হিতোপদেশ সুগ্রীবের প্রতি।।
স্বয়ং বিষ্ণু রমানাথ কমললোচন।
হেন বাক্য বল কেন, না বুঝি কারণ।।
যাঁহার প্রসাদে তুমি পাইলে রাজত্ব।
তাঁহাকে এমত বল, হয়েছ কি মত্ত।।
রাত্রিদিন কর তুমি শৃঙ্গার-বিলাস।
না দেখ রামের দুঃখ, নাহি যাও পাশ।।
কুপিত লক্ষ্মণ বীর আইলেন দ্বারে।
অবিলম্বে যাও রাজা, সাধ গিয়া তাঁরে।।
যাঁর বাণে ত্রিভুবনে কেন নাহি আঁটে।
তাঁর আজ্ঞা না মানিলে পড়িবে সঙ্কটে।।
আমি তব মন্ত্রী যেই শুন মহাশয়।
হিত উপদেশ বলি হইয়া নির্ভয়।।
বালি হেন মহাবীর পড়ে যাঁর বাণে।
তাঁহার শরণ লও, বাঁচিবে পরাণে।।
রামের দুর্দ্দশা শুনি বুক হয় চির।
শোকেতে কাতর অতি, নহেন সুস্থির।।
পরমা সুন্দরী লৈয়া ঘরে কর ক্রীড়া।
রাজভোগে মত্ত থাক, নাহি হয় ব্রীড়া।।
রাবণের ভয়ে যদি রামেরে ছাড়িবে।
লক্ষ্মণেরে হাতে তুমি কেমনে বাঁচিবে।।

রাবণ ভয়ে যদি রামেরে ছাড়িবে।
লক্ষ্মণের হাতে তুমি কেমনে বাঁচিবে।।
রাবণ সাগর পারে, দ্বারেতে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণাগ্নিতে মরিবে এখন।।
লক্ষ্মণের বাণে কার নাহিক নিস্তার।
বধিতে বানরগণে কি তাঁহার ভার।।
আমার বচন রাখ, হবে তব হিত।
রামের শরণ লহ, নহে বিপরীত।।
সত্য করিয়াছ তুমি অগ্নি সাক্ষী করি।
শ্রীরামের কার্য্য কর, চল ত্বরা করি।।
সত্যবাদী লোকে করে সত্যের পালন।
সত্যের কারণে রাম আইলেন বন।।
যেই রাম আইলেন সত্য পালিবার।
তেঁই সে রামের বাণে বালিরাজা মরে।।
তেঁই সে পাইলে তুমি ছত্র নবদণ্ড।
তেঁই প্রজাগণ লৈয়া কর রাজ্যখণ্ড।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
যাঁর বাণে, তাঁরে কি সামান্য ভাব মনে।।
ভোগ ছাড়, রাম ভজ পাইবে নিষ্কৃতি।
রঘুনাথ বিনা রাজা আর নাহি গতি।।
হনুমান নিরপেক্ষ সুগ্রীবে সম্ভাষে।
মধুর বচনে রাজা হনুমানে তোষে।।
লক্ষ্মণেরে আনাইতে করিল আদেশ।
লক্ষ্মণ ভিতর গড়ে করেন প্রবেশ।।
ইন্দ্রপুরী সমান দেখেন দিব্য পুরী।
দেখিয়া বানরী-সজ্জা লজ্জা পায় সুরী।।
চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা শোভিত প্রচুর।
চলিলেন লক্ষ্মণ দেখিয়া অন্তঃপুর।।
গেলেন লক্ষ্মণ বীর ভিতর আবাসে।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে।।
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা উঠিল সম্ভ্রমে।
ডাহিনে উঠিল তারা, উমা উঠে বামে।।
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন।
পাদ্য অর্য্য দিল রাজা বসিতে আসন।।
কুপিত লক্ষ্মণ বীর না লয় আসন।
সুগ্রীবের কহিলেন আরক্ত নয়ন।।
তুমি যে করিলে সত্য অগ্নি সাক্ষী করি।
উদ্ধারিতে নিজ কার্য্য করিলে চাতুরী।।
রাত্রি দিন ক্লেশ পাই দুই ভাই বনে।
বারেক না কর তত্ত্ব, মত্ত রাত্রি দিনে।।
পাইলে কাহার গুণে কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
পাইলে হে কার গুণে তারা কৃশোদরী।।
পাইলে কাহার গুণে উমা নিজ নারী।
কাহার প্রসাদে তুমি রাজ্য-অধিকারী।।
সরল হৃদয় রাম, তুমি হে নিষ্ঠুর।
সাধিলে আপন কার্য্য সত্য করি দূর।।
তোমার মিত্রতা হেন ত্রিভুবনে থাকে।
আর যেন হেনকর্ম্ম নাহি করে লোকে।।
তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার।
অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার।।
অধর্ম্মী বানর রে লঙ্ঘিলি সত্যপথ।
দেখ ধনুর্ব্বাণ, পূর্ণ করি মনোরথ।।
এক বাণে মারি তোরে রাখে কোন্ জনে।
খণ্ড খণ্ড কিষ্কিন্ধ্যা করিব আজি বাণে।।
বাণে কাটি সবারে করিব খণ্ড খণ্ড।
অঙ্গদের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড।।
বালি-বধে শুনিয়াছ ধনুক টঙ্কার।
সেই ধনু সেই বাণে করিব সংহার।।

বালি রাজা কেবল মরিল একজন।
তোর মরণেতে মরিবেক কপিগণ।।
দেখিয়াছ বালি রাজা গেল যেই বাটে।
সেই বাটে থাক গিয়া ভায়ের নিকটে। ।
মারিব অধর্ম্মী তোরে, তাহে নাহি পাপ।
হের বাণ এড়ি এই, দেখহ প্রতাপ।।
প্রাণ লব আজি তোর বজ্রসম বাণে।
একত্র হইয়া থাক ভাই দুই জনে।।
আরে দুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ দুরাচার।
এখনি পাঠাই তোরে দেখ যমদ্বার।।
পৃথিবীতে হেন কার্য্য কে কোথায় করে।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে।।
রাম মিতা বলিয়া দিলেন কোল তোরে।
কত পুণ্য করেছিলি জন্ম জন্মান্তরে।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া।
তেঁই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদছায়া।।
গুণের সাগর রাম, দয়ার নাই সন্ধি।
বালি মারি রাজ্য দিল সত্যে হৈয়া বন্দী।।
লক্ষ্মণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল।
ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজা চিন্তিত হইল।।
ত্বরা করি কাতরা উঠিয়া তারা রাণী।
লক্ষ্মণের পায়ে ধরি বলে মৃদুবাণী।।
জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্ব্বিত।
জ্যেষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত।।
সুগ্রীব রামের মিত্র জগতে বিদিত।
এত তিরস্কার প্রভু না হয় উদিত।।
ক্ষমা কর রাজপুত্র হও তুমি স্থির।
রামকার্য্য করিবে সকল কপি বীর।।
দূরদেশে পর্ব্বতেতে সমুদ্রের পারে।
যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে।।
সম্বাদ করিয়া শীঘ্র আনি সে সবারে।
সম্বর সম্বর ক্রোধ লক্ষ্মণ আমারে।।
তথাপি শ্রীলক্ষ্মণের কোপ নাহি টুটে।
বসাইল যত্ন করি তারা স্বর্ণখাটে।।
তারার বিনয়-বাক্যে সুস্থির লক্ষ্মণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ।।

সুগ্রীবের সহিত লক্ষ্মণের কথোপকথন

সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে।
সেই মাল্য সুগ্রীব ফেলিল ভূমিতলে।।
সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল ততক্ষণ।
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন।।
হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রসাদে।
তোমার প্রসাদেতে বাড়িলাম সম্পদে।।
হেন রঘুনাথ স্বয়ং বিষ্ণু অবতার।
কার শক্তি শোধিবেক শ্রীরামের ধার।।
সীতা উদ্ধারিবেন রাম আপন শক্তিতে।
যাইব কেবল আমি তাঁহার সহিতে।।
না করিয়া রামকার্য্য বসে আছি ঘরে।
বানর জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে। ।
পশুজাতি কপি আমি, যত করি দোষ।
সেবক বৎসল রাম না করেন রোষ।।
লক্ষ্মণ বলেন, শুন সুগ্রীব রাজন।
রামকার্য্য করি কর পুণ্য উপার্জ্জন।।
রামকার্য্য করিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
না করিলে ধর্ম্মলোপ, অধর্ম্ম সঞ্চয়।।

সত্যবাদী হৈলে করে সত্যের পালন।
মনে কর করিয়াছ সত্য দুই জন।।
শ্রীরাম আপনি সত্যে হৈয়াছেন পার।
তুমি সত্যে বদ্ধ আছ, অধর্ম্ম অপার।।
রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশ।
তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ।।
ক্ষমা কর কপীশ্বর, দুঃখ পরিহার।
তোমারে দুর্ব্বাক্য বলা অতি দুরাচার।।
মান্য লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত।
মান্যসহ আলাপ করিবে ধর্ম্মযুক্ত।।
ধর্ম্ম রাখ কর্ম্ম কর যে হয় বিদিত।
রামকার্য্য করিলে হইবে সব হিত।।
সাগর অপার, কে হইবে পার,
তার মাঝে লঙ্কাপুরী।
কে যাবে তথায়, কি করে কথায়,
উপায় তাহে না হেরি।।
সুগ্রীব রাজন, কর আগমন,
শ্রীরামের সন্নিধান।
করিয়া নির্দ্ধায্য, কর মিত্রকার্য্য,
কর রামে ধৈর্য্যবান।।
রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার,
কর এই উপকার।
তোমার উদযোগ, নহিল দুর্য্যোগ,
কে লইবে হেন ভার।।
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত,
অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ, করিল রচন,
ভাষা করি কৃত্তিবাস।।

সুগ্রীবের কটক সঞ্চয়

বলিল সুগ্রীব রাজা করিয়া আহ্বান।
বানর কটক ঝাট আন হনুমান।।
হিমালয় সুমেরু মন্দর আদি করি।
বিন্ধ্যাচল রৈবত উদয় অস্তগিরি।।
সর্ব্বত্রে ঘোষণা দেহ আমার আজ্ঞায়।
যথা যে বানর থাকে, আইসে ত্বরায়।।
পাঠাও হে দূতগণে দেশ দেশান্তর।
দশদিন মধ্যে যেন আইসে সত্বর।।
ইহাতে বিলম্ব যেই করিবে বানরে।
প্রহারিয়া আনিবে তাহার চুলে ধরে।।
অন্যমত করিবে ইহাতে যেইজন।
আনিবে তাহারে করি নিগূঢ় বন্ধন।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমার অধিকার।
কোথাও না থাকে যেন বানর সঞ্চার।।
সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে।
কটক আনিতে চলে অতুল প্রতাপে।।
হনুমান বাহিরে হইয়া উপনীত।
ত্রিশ কোটি বানর পাঠায় চারিভিত।।
মেদিনী আকাশ যুড়ি চলে কপিসেনা।
যেন পঙ্গপাল যায়, না যায় গণনা।।
চলিল বানরগণ দেশ দেশান্তর।
পূর্ব্বদিকে চলি গেল নীল-নামধর।।
পশ্চিমে চলিয়া গেল নল মহামতি।
দক্ষিণ দিকেতে গেল আপনি সম্পাতি।।
হনুমান মহাবীর মহাপরাক্রম।
উত্তর দিকেতে যান করিয়া বিক্রম।।

এককৈক জনার সঙ্গে চলে দশ লাখ।
মহাশব্দে চলে সবে, করে ডাক হাঁক।।
হুপহাপ লম্ফে ঝম্ফে কম্পে বসুমতী।
অতি কষ্টে ধরে ধরা কূর্ম্ম নাগপতি।।
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বলে বালির কুমার।
যাত্রা কর কপিগণ আজ্ঞা অনুসার।।
দশ দিবসের মধ্যে আসিবে সকলে।
প্রাণদণ্ড করিব হে বিলম্ব হইলে।।
বাঁচিবে বলিয়া যদি সাধ থাকে মনে।
ত্বরা করি আসিবে সকল কপিগণ।।
পাঠাইল সকলেরে বালির নন্দন।
একেলা রহিল রাজবাটীর রক্ষণ।।
হইলেক দশ কোটি কপি আগুসার।
যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার।।
যুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাঁকে ঝাঁকে।
দশ দিনে আইসে সকল থাকে থাকে।।
কিষ্কিন্ধ্যার মধ্যেতে লাগিল কোলাহল।
সুগ্রীবর ভেট আনি দিল ফুল ফল।।
সৈন্য দেখি সুগ্রীব ভাবেন মনে মনে।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক বুঝি অনুমানে।।
আইল কটক সব কিষ্কিন্ধ্যা ভিতর।
অসংখ্যক বানর দেখিতে ভয়ঙ্কর।।
কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে।
চলিল সুগ্রীব রাজা মিত্র সম্ভাষণে।।
সুগ্রীব আপন ঠাটে বলিল বচন।
মিত্র-সম্ভাষণে আজি করিব গমন।।
সুগ্রীব করিতে যায় শ্রীরাম দর্শন।
লক্ষ্মণের প্রতি বলে বিনয় বচন।।
বিষ্ণু-অবতার তুমি রামের সোদর।
আপনি চড়হ প্রভু চতুর্দ্দোলোপর।।
তবে চতুর্দ্দোলে আমি চাপিবারে পারি।
মিত্র-দরশনে চল যাই ত্বরা করি।।
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যেন সদা থাকে মন।।
চতুর্দ্দোলে চড়েন তখন দুই জন।
চারিভিতে চামর ঢুলায় দাসগণ।।
পঞ্চশব্দ বাদ্য বাজে, করে শঙ্খধ্বনি।
কোলাহল করে সবে মহোৎসব গণি।।
কলরব শুনিয়া চিন্তেন রঘুমণি।
আমা সম্ভাষিতে আসে সুগ্রীব আপনি।।
নিকট হইল আসি সুগ্রীব রাজন।
মনে মনে ভাবে বীর মিত্র- দরশন।।
চতুর্দ্দোল হৈতে নামে রাম-বিদ্যমান।
চলি যায় সুগ্রীব পর্ব্বত মাল্যবান।।
রামের চরণ বন্দে করিয়া প্রণতি।
যোড়হাতে দাঁড়াইল সুগ্রীব ভূপতি।।
আদরে শ্রীরাম তারে করে আলিঙ্গন।
নিকটে বসিতে দিব্য দিলেন আসন।।
করিলেন মঙ্গল জিজ্ঞাসা রঘুবর।
সুগ্রীব বিনয়ে তার করিছে উত্তর।।
হরিয়াছ রাম মম বিপদ সকল।
তোমার প্রসাদে মিতা সকল মঙ্গল।।
বালিকে মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভার।
সত্যে বদ্ধ হইয়াছি, ধারি তার ধার।।
তোমার প্রসাদে পাইলাম রাজ্যখণ্ড।
সকল বানরগণ ধরে ছত্রখণ্ড।।
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে।
উপলক্ষ্য কেবল থাকিব তব সনে।।

যতেক বানর থাকে পৃথিবী উপরে।
যতেক বসতি থাকে পর্ব্বত শিখরে।।
সে সকল আসিয়াছে আমার সংবাদে।
কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে।।
দুরন্ত বানরসৈন্য না হয় গণন।
ইহারা যে মনে করে, কে করে লঙ্ঘন।।
তিন কোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন।
প্রবিশিবে সর্ব্বত্রে দুর্জ্জয় কপিগণ।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজন বিধাতার।
যেখানে থাকুক সীতা, করিব উদ্ধার।।
তোমার চরণে ভক্তি থাকিলে আমার।
কোন্ কার্য্য গণি আমি সীতার উদ্ধার।।
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে।
উদ্ধার আপনি সীতা আপনার গুণে।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ তোমারে ধেয়ায়।
গগনে উদয় রবি তোমার আজ্ঞায়।।
তোমার সৃজন সৃষ্টি এ তিন ভুবন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা, চেতনে চেতন।।
কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্যা করিল।
তবু তব পাদপদ্ম দেখা না পাইল।।
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে।
আপনারে ধন্য করি মানি এত দিনে।।
আমি ত বানরজাতি, কি বলিতে পারি।
মিত্র বল আমারে সে দয়া আপনারি।।
যাবৎ না হয় প্রভু সীতা উদ্ধারণ।
তাবৎ আমার নাহি শয়ন ভোজন।।
সীতারে আনিয়া দিলে তোমার গোচরে।
তবে ত করিব রাজ্যে কিষ্কিন্ধ্যানগরে।।
সন্তুষ্ট হইয়া রাম কমললোচন।
সুগ্রীবের উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন।।
সুগ্রীবের ভাগ্যকথা কে বলিতে পারে।
শ্রীনাথ দিলেন কোল বনের বানরে।।
সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল।
যার প্রতি সদা রাম পরম দয়াল।।
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব সুহৃদ।
তোমা বিনা আমার কে করিবেক হিত।।
অপূর্ব্ব না মানি সূর্য্য হরে অন্ধকার।
অপূর্ব্ব না মানি আমি সীতার উদ্ধার।।
অপূর্ব্ব না গণি মেঘ বরিষয়ে জল।
তোমারে অপূর্ব্ব মিত্র মানি যে কেবল।।
দুই মিত্র পর্ব্বতে করেন সম্ভাষণ।
আকাশ মেদিনী যুড়ি আসে কপিগণ।।
সহস্র কোটি বানরে আইল শতবলী।
যার সৈন্য চলিলে গগনে লাগে ধূলি।।
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন।
বানর সহস্র কোটি সঙ্গে আগমন।।
অঞ্জনিয়া বড় ধূমা আইল ধূম্রাক্ষ।
ত্রিশ কোটি কপি লয়ে আইল নীলাক্ষ।।
বানর সহস্র কোটি সহিত প্রমাথী।
আইল আপন সৈন্য আচ্ছাদিয়া ক্ষিতি।।
প্রমাথী বানর বলী ক্ষণে যদি নড়ে।
দশ প্রহরের পথ সৈন্য আড়ে যোড়ে।।
সত্তর যোজন বীর আড়ে পরিমাণ।
সকলে করয়ে যার শরীর বাখান।।
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতের হিঙ্গুলিয়া রঙ্গ।
বানর সহস্র কোটি সহিত বিভঙ্গ।।
বানর সত্তর কোটি লইয়া কেশরী।
যাহার বসতি স্থান সে মলয়গিরি।।

পূর্ব্ব হৈতে আইল বিনোদ সেনাপতি।
বানর সহস্র কোটি তাহার সংহতি।।
ধূম্রাক্ষ আইল ধূম্র সুগ্রীবের শালা।
গগন যুড়িয়া ঠাট যেন মেঘমালা।।
সম্পাতি বানর আইল গৌরবর্ণ ধরে।
দেখিলে বিপক্ষ যায় পলাইয়া ডরে।।
আইল সুষেণ বৈদ্য রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর। ।
ভল্লগণ সহিত আইল জাম্বুবান।
দুর্জ্জয় আইল মহাবীর হনুমান।।
যুবরাজ আইল সে বালির কুমার।
বানর সহস্র কোটি যায় পরিবার।।
শত লক্ষ বানরেতে এক কোটি জানি।
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি।।
শত কোটি বৃন্দে এক অর্ব্বুদ গণন।
শত কোটি অর্ব্বুদেতে খর্ব্ব নিরূপণ।।
শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব জানি।
শত কোটি মহাখর্ব্বে এক শঙ্খ গণি।।
শত কোটি শঙ্খে মহাশঙ্খের গণন।
শত কোটি মহাশঙ্খে পদ্ম নিরূপণ।।
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম গণি।
শত কোটি মহাপদ্মে সাগর বাখানি।।
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি।
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী। ।
শত কোটি অক্ষৌহিণীতে এক অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর।।
নদ নদী বাপী ঠাট ভাঙ্গিল পর্ব্বত।
সর্ব্ব ঠাট যুড়ে গেল মাসেকের পথ।।
পৃথিবী যুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাশ।
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস।।

সীতার অন্বেষণে পূর্ব্বদিকে বানর সৈন্য প্রেরণ

শ্রীরাম বলেন, মিতা সৈন্য নানা দেশে।
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে।।
তুমি যদি জানকীর করহ উদ্ধার।
তবে ত আমার ঠাঁই সত্যে হও পার।।
শ্রীরামের ঠাঁই রাজা লয়ে অনুমতি।
নানাদিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি। ।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কপি ওর নাহি পাই।
পর্ব্বতের উপরে বসিতে নাই ঠাঁই। ।
সুগ্রীব বিনোদ সেনাপতি প্রতি ভণে।
পূর্ব্বদিকে যাও তুমি সীতা অন্বেষণে।।
বানর সহস্র কোটি তোমার ভিড়ন।
সীতা অন্বেষিতে তুমি করহ গমন।।
নদ নদী মিলিবে, মিলিবে কত দেশ।
যেই সেই স্থানে গিয়া করিবে প্রবেশ।।
যত যত পুণ্যদেশ দেখ পুণ্য স্থান।
সকল বানর লইয়া করিবে পয়ান।।
স্বর্গ হৈতে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথে।
গঙ্গাদেবী পার হইও কটক সহিতে।।
তরিহ সরযূ-নদী পুণ্যতরঙ্গিণী।
কৌশিকী তরিহ বিশ্বামিত্রের ভগিনী।।
দুই কূলে গরু চরে, মধ্যেতে গোমতী।
গোমতী হইয়া পার পাবে সরস্বতী।।
অপূর্ব্ব মলয় দেশ, দেশ কোকনদ।
কশ্যপের দেশে যাও পাণ্ডব মগধ।।

ব্রহ্মপুত্র তরি রঙ্গে করিহ প্রবেশ।
মন্দর পর্ব্বতে যাইও কিরাতের দেশ।।
যাইবে কর্ণাট দেশ আর শাকদ্বীপে।
কিরাত জাতিরা আছে অত্যদ্ভুত রূপে।।
কনক চাঁপার মত শরীরের বর্ণ।
উঠান থানার মত ধরে দুই কর্ণ।।
থালা কেন মুখখান, তাম্রবর্ণ কেশ।
এক পায়ে চলে পথ বলেতে বিশেষ।।
জলের ভিতরে বৈসে মৎস্যবৎ মুখ।
মানুষ ধরিয়া খায়, আইলে সম্মুখ।।
বলিয়া মানুষ-ব্যাঘ্র তাহাদের খ্যাতি।
আতপ সহিতে নারে কিরাতের জাতি।।
সীতা লৈয়া থাকে যদি কিরাতের ঘরে।
যত্ন করি চাহিও তথায় লঙ্কেশ্বরে।।
ঋষভ পর্ব্বতে যাইও কিরাতের পার।
দেবগণ করে কেলি নিত্য অবতার।।
সর্ব্বকালে আইসে তথায় পুরন্দরে।
যত্ন করি চাইও তথা সীতা লঙ্কেশ্বরে।।
তার পূর্ব্বদিকে যাইও ক্ষীরোদসাগর।
শ্বেতগিরি দেখিবা সে ক্ষীরোদ উপর।।
শ্বেত নাগ ধরে তথা সহস্র শিখর।
সহস্রেক ফণায় আছে যেন মহেশ্বর।।
সহস্রেক ফণায় আছে সহস্রেক মণি।
মণির আলোকে তুল্য দিবস রজনী।।
ক্ষীরোদ-সাগর করে পৃথিবী ধবল।
শ্বেতগিরি শ্বেত করে গগনমণ্ডল।।
শ্বেত নাগ ধরে শিবে সহস্রেক ফণা।
পূর্ব্বদিক ধন্য করে সেই তিন জনা।।
সকলে বন্দিবে সে অনন্ত মহারাজ।
মহেশ্বর বন্দি গেলে সিদ্ধ হবে কাজ।।
উভয় পর্ব্বতে যাইও তার পূর্ব্বদিকে।
স্বর্ণ তালবৃক্ষ তথা আছে চারি যুগি।।
মণি মাণিক্যেতে বান্ধিয়াছে তার গুঁড়ি।
কনক-রচিত তার শোভিত বাগুড়ি।।
দেখিও বানরগণ শিখরে শিখর।
অন্বেষণ কর তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।।
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
কালোদর পর্ব্বতেতে করিহ প্রবেশ।।
সে পর্ব্বতে আছে সরোবরে কালো জল।
তিন কোটি সর্পী সর্প থাকে সেই স্থল।।
সর্পী যদি হাই ছাড়ে, সর্ব্বলোক মরে।
তার কাছে দেব দৈত্য নাহি যায় ডরে।।
নদ নদী গিরি গুহা খুঁজহ বিস্তর।
সেখানে মিলিতে পারে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর।।
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
লোহিত পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।।
সে পর্ব্বতে আছে এক বড় চমৎকার।
ত্রিযোজন নদী, তাহে বিষম পাথার।।
তার পূর্ব্বদিকে আছে লোহিত সাগর।
দুরন্ত রাক্ষস আছে জলের ভিতর।।
অগাধ সলিল তার রক্তবর্ণ ধরে।
চারিযুগ এক বৃক্ষ আছে তার তীরে।।
সোণার শিমূলগাছ, সর্ব্ব গায়ে কাঁটা।
সুবর্ণের ফল ফুল ধরে গোটা গোটা।।
জল হৈতে রাক্ষসেরা চড়ে তদুপরে।
তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে।।
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
পূর্ব্ব সাগরের তীরে করিহ প্রবেশ।।

আড়ে দীর্ঘে সে সাগর দ্বাদশ যোজন।
সাবধানে পার হইও যত কপিগণ।।
উদয় গিরির অঙ্গ সর্ব্ব স্বর্ণময়।
পৃথিবী উজ্জ্বল করে সূর্য্যের উদয়।।
তিন লক্ষ দুই শত যোজনের পথ।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করে গতায়াত।।
মুনিগণ তপ করে যেমন বিধান।
বালখিল্য নামে মুনি বিঘত প্রমাণ।।
উদয়গিরির পূর্ব্ব নাহি সূর্য্যোদয়।
অন্ধকারময় দেশ জানিহ নিশ্চয়।।
সে দেশ কখন নহে আমার গোচর।
দেখিয়া উদয়গিরি ফিরিবে বানর।।
যাইতে উদয়গিরি লাগে এক মাস।
মাসেকের বাড়া হৈলে সবার বিনাশ।।
মাসেকের মধ্যে যে বানর না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে।।
বানরকটক সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়।
সীতার উদ্দেশে তারা পূর্ব্বদিকে যায়।।
কৃত্তিবাস কবির কবিত্বময় বাণী।
অদ্ভূত রচিল পূর্ব্বদিকের পাঁচনি।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যাঁর কণ্ঠে বিরাজ করেন সরস্বতী।।

সীতার অন্বেষণে দক্ষিণদিকে বানর সৈন্য প্রেরণ

শমন-দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম।
শমন-ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।।
চণ্ডালে যাঁহার দয়া বড় সকরুণ।
পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ।।
শ্রীরাম নামের গুণে কি দিব তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য করে নৌকা করে সোনা।।
রামনাম লৈতে ভাই না করিহ হেলা।
সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা।।
শ্রীরাম স্মরিয়া যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্ব্বাণ লৈয়া রাম পশ্চাতে গোড়ায়।।
দক্ষিণে রাবণ বৈসে সুগ্রীব তা জানে।
বড় বড় বীর পাঁচে সেই ত দক্ষিণে।।
বালির কুমার পাঁচে মন্ত্রী জাম্বুবান।
পবননন্দন পাঁচে বীর হনুমান।।
ঋষভ কুমুদ পাঁচে রম্ভা যোদ্ধাপতি।
নল নীল পাঁচিলেক মুখ্য-সেনাপতি।।
সুগ্রীব বলেন, সৈন্য শুন সাবধানে।
সীতার উদ্দেশে যাহ তোমরা দক্ষিণে।।
যত নদ নদী দেখ, যত দেখ দেশ।
যত যত গিরি আছে, করিবে প্রবেশ।।
উত্তম অধম স্থানে করিহ প্রবেশ।
যেরূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ।।
কৃষ্ণাবেণী নদী যে নর্ম্মদা গোদাবরী।
যাবে অশ্বমুখ গিরি নদী যে কাবেরী।।
পাইবা পর্ব্বত বিন্ধ্য সহস্র শিখর।
নানা ফল ফুল তথা দিব্য সরোবর।।
পরেতে কলিঙ্গদেশ যাইবে উৎকল।
মলয় পর্ব্বতে গিয়া দেখিবে সকল।।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাবে অত্যুচ্চ শিখর।
সর্ব্বক্ষণ থাকেন তথায় পুরন্দর।।
তাহার দক্ষিণে যাইও সরোবর তীর।

চন্দনের বন তথা, সুগন্ধি সমীর।।
সুগন্ধি চন্দন নিরখিবে সারি সারি।
সাগরের পারে যাইও স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।।
মৈনাক পর্ব্বত আছে সাগর-ভিতর।
সলিল হইতে উঠে সহস্র শিখর।।
সোণার পর্ব্বত দশদিকের প্রকাশ।
সহস্র শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ।।
পবনের পিতা সে সূর্য্যের হয় সখা।
যার পাপ থাকে, তারে নাহি দেয় দেখা।।
সাগরের মধ্যে আছে সিংহিকা রাক্ষসী।
বিষমা রাক্ষসী সেই সর্ব্বলোকে ঘুষি।।
বিষমা রাক্ষসী সেই ছায়া পাইলে ধরে।
বার শত জীব জন্তু গিলে একবারে।।
সত্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর।
দুই শত যোজন দীর্ঘে উভে কলেবর।।
অর্দ্ধ তনু জলে থাকে, অর্দ্ধেক আকাশ।
তাই দেখি বীরগণ না পাইও ত্রাস।।
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
এক লাফে সাগর লঙ্ঘিলে হবে ত্রাণ।।
সাগর তরিবে সবে শতেক যোজন।
সাগরের পারে লঙ্কা তথায় রাবণ।।
চারিদিকে সাগর, মধ্যেতে লঙ্কাগড়।
দেবগণের গতি নাই লঙ্কার নিয়ড়।।
খুঁজিবে লঙ্কার মধ্যে সীতা লঙ্কেশ্বর।
যত্ন পুরঃসরে তথা সকল বানর।।
তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ।
বিন্ধ্যাগিরি মধ্যে গিয়া করিবে প্রবেশ।।
অন্বেষণ করিহ তথায় কপিগণ।
বিশ্বকর্ম্মাকৃত পুরী সোণার গঠন।।
অগস্ত্যের বাড়ী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।
নানা রত্ন নানা ধাতু পর্ব্বত ভূষিত।।
বীরগণ অন্বেষিহ শিখরে শিখর।
যত্ন করি দেখো তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।।
তথা যদি তাহাদের না পাও দর্শন।
ঋষভ পর্ব্বতে যাইও সব বীরগণ।।
ঋষভ পর্ব্বতবর দেখিবে দক্ষিণে।
দশদিক আলো করে সোণার কিরণে।।
গন্ধর্ব্ব আছয়ে তথা স্বর্ণ পঞ্চ গড়।
অন্য কে যাইতে পারে তাহার নিয়ড়।।
আনিতে তথায় রত্ন যদি যত্ন হয়।
বিষম গন্ধর্ব্ব তথা, করিহ সে ভয়।।
ধনলোভ করণেতে হইবে অনর্থ।
তাহা না লইবে কেহ, শুনহ যথার্থ।।
বিষম দুরন্ত তারা, সেইক্ষণে মারে।
তে কারণে দ্বন্দ্ব যেন কেহ নাহি করে।।
সাবধানে উঠি তথা শিখরে শিখরে।
যত্ন করি অন্বেষিও দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে।।
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
যমের দক্ষিণ বাড়ী করিও প্রবেশ।।
জীয়ন্তে যমের বাড়ী কারো নাহি গতি।
যমের দক্ষিণে নাই চন্দ্র-সূর্য্য-দ্যুতি।।
যমের দক্ষিণ দিকে মহা অন্ধকার।
রাত্রি দিন নাহি তথা, সব একাকার।।
যমের দক্ষিণে নাহি আমার গোচর।
যমপুরী হইতে ফিরিবে বীরবর।।
যমপুরী যাইতে আসিতে একমাস।
মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ।।
মাসেকের মধ্যে যেই বীর না আইসে।

সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে।।
আনিবে সীতার বার্ত্তা শীঘ্র যেই জন।
বাড়াব তাহারে আমি সব বন্ধুগণ।।
সীতারে দেখিয়া যে আসিবে এক মাসে।
সদা বদ্ধ হইয়া থাকিব তার পাশে।।
সুগ্রীব বলেন, শুন পবন-নন্দন।
তুমি সে সাধিবে কার্য্য, লয় মোর মন।।
অগ্নি জল নাহি মান, পবনের গতি।
তুমি সে দেখিবে সীতা, লয় মোর মতি।।
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হব পার।
তব যশ ঘুষিবেক সকল সংসার।।
তুমি যদি সীতা দেখ তবে আমি সুখী।
আর কে দেখিবে সীতা ইহা নাহি দেখি।।
সুগ্রীব রামের প্রতি বলিল বচন।
জানাইতে জানকীরে দেহ নিদর্শন।।
হনুমান সহ তাঁর নাহি পরিচয়।
কি জানি বানর দেখি যদি পান ভয়।।
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব সুহৃৎ।
অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত।।
দিলেন অঙ্গুরী রাম নিজ নিদর্শন।
হাত পাতি নিল তাহা পবন-নন্দন।।
বিদায় হইয়া বীর হনুমান নড়ে।
পতঙ্গ-শরীর যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে।।
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব আদেশে।
দক্ষিণের পাঁচনি রচিল কৃত্তিবাসে। ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী। ।

পশ্চিমদিকে সীতা অন্বেষণে বানরগণের প্রেরণ

যেখানে দেখিবে যত নদ নদী দেশ।
সাবধানে সে পর্ব্বতে করিবে প্রবেশ।।
সুস্থান কুস্থান না করিহ বিবেচনা।
অন্বেষিবে জানকীরে করিয়া মন্ত্রণা।।
সিন্ধুদেশ মলয়দেশ কাবেরীর তীর।
ক্রিমিজীব দেশে যাইও অতি সে গভীর।।
তাহার নিকটে আছে কেতকী-কানন।
দিশপাশ নাহি তার অনেক যোজন।।
দুই পার্শ্বে কেয়াবন দেখিবে অপার।
কেয়াবনে কাঁটা যেন করাতের ধার।।
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
শীঘ্র শীঘ্র গেলে তথা পাইবে হে ত্রাণ।।
কেয়াবন এড়িয়া যাইবে তালবনে।
দুঃখ পাসরিবে সবে সে তাল ভক্ষণে।।
তাহার পশ্চিমে যাইও পাটনে পাটন।
হিঙ্গুলিয়া গিরি তথা অদ্ভুত গঠন।।
তার পূর্ব্বে সিন্ধুনদ পশ্চিমে সাগর।
তার মধ্যে হিঙ্গুলিয়া অত্যুচ্চ শিখর।।
অন্বেষণ করিবে সেখানে সর্ব্ব ঠাঁই।
তোমরা করিলে যত্ন, অসাধ্য কি ভাই।।
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
চন্দ্রবাণ পর্ব্বতে হে করিবে প্রবেশ।।
পশ্চিমে সাগর তীর একই যোজন।
যত্ন করি সেখানে করিও অন্বেষণ।।
চন্দ্রবাণ গিরি করে আলো দশদিকে।
সাবধানে খুঁজিও সকলে একযোগে।।

বিষ্ণুচক্র সেখানে, অদ্ভুত তার ধার।
অসুরের হাড়ে চক্র দেখিতে সুন্দর।।
সেই অসুরের হাড়ে চক্র সৃষ্টি করি।
আপনি হইলা হরি শঙ্খ-চক্রধারী।।
সে পর্ব্বতে আরোহিবে সকল বানর।
যত্ন করি অন্বেষিহ সীতা লঙ্কেশ্বর।।
তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ।
বরাহ-পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ।।
চন্দ্রবাণ ছাড়াইয়া পঞ্চাশ যোজন।
বরাহ পর্ব্বতে যাইও নির্ম্মল কাঞ্চন।।
বিশ্বকর্ম্মা সৃজিলেন বরুণের ঘর।
হীরক মাণিক্যময় তথা মনোহর।।
পুরী আলো করে জ্যোতি, অন্ধকার দূর।
অসুর নরক নামে বিক্রমে প্রচুর।।
বরুণের সহিত সে বৈসে সেই দেশে।
তেকারণে বরুণ তাহারে নাহি নাশে।।
সেখানে হইও সবে অতি সাবধান।
তার হাতে পড়িলে নাহিক পরিত্রাণ।।
অপ্রমত্ত রূপ তনু করিবে তথায়।
আমারে করহ মুক্ত এই প্রতিজ্ঞায়।।
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
সমেরু-পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।।
দেখিবে পর্ব্বত সেই সোণার রচিত।
সদা ষাটি সহস্র পর্ব্বতে সে বেষ্টিত।।
তথা ষাটি সহস্র পর্ব্বতের উদয়।
সেই ষাটি সহস্র পর্ব্বত স্বর্ণময়।।
সোণার খর্জ্জুর বৃক্ষ সুমেরু উপরে।
দশদিক আলো করে দশমাথা ধরে।।
তথা আসি করে কেলি শঙ্কর শঙ্করী।
দিবা অস্ত যায় তথা আইসে শর্ব্বরী।।
এমন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবীতে।
নানামত ফল ফুল আছে যূথে যূথে।।
গীত বাদ্য নৃত্য করে পরম কৌতুকে।
নর্ত্তকী করয়ে নৃত্য, দেখে দেবলোকে।।
পরিসর তিন লক্ষ দুশত যোজন।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করয়ে গমন।।
অপূর্ব্ব পর্ব্বত সেই দেব-অধিষ্ঠান।
সুমেরুর উপর সকল রম্যস্থান।।
নিমিষেতে সূর্য্যদেব করেন গমন।
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য্য করয়ে ভ্রমণ।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সুমেরু গোচর।
দেবগণ কেলি তথা করে নিরন্তর।।
সুমেরু ঘিরিয়া সূর্য্য নিত্য করে গতি।
এক দিক্ দিন হয়, আর দিক্ রাতি।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ব্যতীত নাহি স্থান।
সুমেরুর উপরে সকল অধিষ্ঠান।।
সুমেরুর পশ্চিমে সূর্য্যের নাহি গতি।
অন্ধকারময় তথা, নাহিক বসতি।।
তাহার পশ্চিমে নহে গমন আমার।
সুমেরু পর্ব্বত দেখি আসিবে হে ঘর।।
সুমেরুতে যাইতে আসিতে এক মাস।
মাসের হইলে বাড়া সবার বিনাশ।।
যেই বীর মাসেকের মধ্যে না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে।।
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে।
পশ্চিম দিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে।।

উত্তরদিকে সীতা অন্বেষণে বানরগণের প্রেরণ

সুগ্রীব বলেন, শুন বীর শতবলী।
তব সৈন্য চলিলে গগনে লাগে ধূলি।।
বানরের মধ্যে তুমি মুখ্য সেনাপতি।
চলিবে উত্তরদিকে আমার আরতি।।
কুমুদ দ্বিবিধ দধি-বদন ভূধর।
আর আর আছে তব প্রধান বানর।।
শতবলী বলি যে উত্তর তব দেশ।
যাত্রা কর শুভক্ষণে, আমার আদেশ।।
যত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান।
তথা সীতা অন্বেষিহ হয়ে সাবধান।।
তাহার উত্তরে পাবে দেশ যে বর্ব্বর।
হিমালয় গিরি যাবে যথা হিমঘর।।
সূর্য্যের কিরণ যেন জন্তু সব বৈসে।
ভাগীরথী গঙ্গাদেবী তথা হৈতে আসে।।
তাহার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি।
তথা হৈতে ভগীরথ আনে ভাগীরথী।।
এমন পুণ্যের স্থান নাহি ত্রিভুবনে।
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে।।
নারায়ণী গঙ্গাদেবী আসিয়া ভুবন।
পাপীরে করেন মুক্ত দিয়া দরশন।।
কি বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিমা।
চারি বেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা।।
আছিল সৌদাস দ্বিজ রাক্ষস হইয়া।
গেল সে বৈকুণ্ঠপুরী গঙ্গাজল পাইয়া।।
সূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে মহীপাল।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল বহুকাল।।
আরাধনা ব্রহ্মার করিল বারে বারে।
তারপর বিষ্ণুর তপস্যা অনাহারে।।
ভগীরথ নানাবিধ তপস্যা করিল।
গঙ্গার জন্মের তত্ত্ব কেহ না বলিল।।
শিব সেবা করে দশ হাজার বৎসর।
তবে শিব আইলেন তারে দিতে বর।।
ভগীরথ বলে শুন দেব পঞ্চানন।
গঙ্গা দিয়া রক্ষা কর এই নিবেদন।।
মম পিতৃলোক ভস্ম হয়েছে পাতালে।
গঙ্গা দরশন হৈলে স্বর্গবাসে চলে।।
গঙ্গাধর বলেন না জানি সে গঙ্গায়।
কি জাতি ধরেন গঙ্গা, থাকেন কোথায়।।
ভগীরথ শুনিয়া ভাবেন দুঃখ মনে।
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে।।
অষ্টাবক্র মুনি কহিলেন মোর স্থান।
আপনি করিবে প্রভু গঙ্গার বিধান।।
বসিলেন ধ্যানে শিব মুদিত নয়নে।
গঙ্গার জনম-তত্ত্ব জানিলেন মনে।।
ভক্ত জ্ঞানে মহাদেব তুষ্ট হয়ে তায়।
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করেন বিদায়।।
আগে যান ভগীরথ করি শঙ্খধ্বনি।
হিমালয়ে উঠিলেন দেবী তরঙ্গিনী।।
সবে বলে সাধু সাধু ভাল ভগীরথ।
গঙ্গা আনি করিলেন তরিবার পথ।।
ভুবনের মধ্যে ভগীরথ পুণ্যবান।
ত্রিভুবনে কেবা ভগীরথের সমান।।
সংসার পবিত্র হৈল পরশে গঙ্গার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোকের উদ্ধার।।
আইলেন গঙ্গা ভগীরথের কারণে।
মহাপাপী স্বর্গে যায় গঙ্গা পরশেনে।।
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
গঙ্গার মাহাত্ম্য গীত রচে কৃত্তিবাস।।

হেন হিমালয় গিরি বহু আয়তন।
তথা যত্নে অন্বেষিহ জানকী রাবণ।।
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
তাহার উত্তর দেশে করিহ প্রবেশ।।
বিষম দুর্গম অতি ভয়ানক স্থল।
বৃক্ষ নাহি, গিরি নাহি, নাহি তাতে জল।।
দুই শত যোজনের পথ সেই দেশ।
পাইবে অত্যন্ত ভয় করিতে প্রবেশ।।
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
ঝাট যাবে আসিবে তবে সে পরিত্রাণ।।
কৈলাস পর্ব্বতে যাইও তাহার উত্তর।
যেই দিক আলো করে সহস্র-শিখর।।
যোজন সহস্র নয় তার আয়তন।
উভেতে পর্ব্বত লক্ষ গণিত যোজন।।
তাহাতে অপূর্ব্ব পুরী অতি শোভা পায়।
সতত করেন লীলা পার্ব্বতী তথায়।।
আর এক অদ্ভুত অলকা নামে পুরী।
ধনেশ্বর কুবের তাহার অধিকারী।।
তাহার উপরে নদী, নামেতে বিমলা।
তার জল রাঙ্গা বর্ণ যেন রত্নপলা।।
ধনেশ্বর কুবের করেন স্নান তায়।
সুগন্ধি-চন্দন-বৃক্ষ তীরে শোভা পায়।।
সীতা লৈয়া যদি থাকে তথা দশানন।
চতুর্দ্দিকে তাহার করিও অন্বেষণ।।
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ।।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সেই তিন মূর্ত্তি ধরে।
চমৎকার হবে তথা সকল বানরে।।
এক শৃঙ্গ, রূপ তার যেন চন্দ্র-কলা।
দ্বিতীয় শৃঙ্গের রূপ যেন মণি-পলা।।
অন্য শৃঙ্গ রাঙ্গা বর্ণ সর্ব্বত্র প্রকাশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গিয়া যুড়েছে আকাশ।।
সেখানে করিহ তত্ত্ব শিখরে শিখর।
যত্ন করি অন্বেষিহ সকল বানর।।
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
তাহার উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর।।
তাহার উত্তরে এক অদ্ভুত আকার।
জম্বুবৃক্ষ দেখিবে সে অতি চমৎকার।।
স্বর্ণ-জম্বুবৃক্ষ সেই সোণার আকার।
তার নামে জম্বুদ্বীপ হইল প্রচার।।
সকলের মুখ্য সেই জম্বুদ্বীপ কয়।
অন্য যত জম্বুদ্বীপ তুল্য তার নয়।।
তার তলে দেবগণ নিত্য করে কেলি।
তাহার কারণে এই জম্বুদ্বীপ বলি।।
চারি ডাল ধরে, যেন পর্ব্বতের চূড়া।
লক্ষ যোজনের বেড়া সে গাছের গোড়া।।
সীতা লয়ে থাকে যদি তথায় রাবণ।
চারিদিকে সেখানে করিবে অন্বেষণ।।
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
করিবে গমন আরো তাহার উত্তর।।
মন্দর পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের উত্তর।
এক হ্রদ আছে তথা পরম সুন্দর।।
সর্ব্বস্থলী বলিয়া সে হ্রদের খেয়াতি।
আইসেন দেখিতে সে হ্রদ প্রজাপতি।।
স্বর্গ হৈতে সেই হ্রদে পড়ে গঙ্গানীর।
কৌশিকী নামেতে নদী বহে সেই তীর।।
আমার বচন শুন সর্ব্ব কপিগণ।
সাবধানে অন্বেষিবে সীতা দশানন।।

তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
তাহার উত্তরে যাবে মহেশ-সাগর।।
মহেশ-সাগরে জন্মে বহুমূল্য ধন।
আড়ে দীর্ঘে সাগর সে শতেক যোজন।।
অস্তাচল-পর্ব্বত সাগরের ভিতর।
জল হৈতে গিরি উঠে সহস্র শিখর।।
দেখিয়া হৈইবে সবে সভয় অন্তর।
অন্বেষিহ সাবধানে মহেশ-সাগর।।
সোণার পর্ব্বতে দশ দিক্ সুপ্রকাশ।
সহস্র শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ।।
সোণার গঠিত গোড়া দেখিতে সুঠাম।
শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম।।
রাবণ সে মহেশ্বর পূজে সর্ব্বক্ষণ।
মহেশের কাছে গিয়া থাকেন রাবণ।।
অন্বেষণ করিও হে শিখরে শিখর।
পাইতে পারিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।।
কিন্তু মায়া জানে সে পাপিষ্ঠ দশানন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিল ত্রিভুবন।।
সেবিয়া শিবের পদ দিগ্বিজয় করে।
ত্রিভুবন জিনে বেটা শঙ্করের বরে।।
দেবগণ যার ডরে এক পাশ হয়।
সবে মাত্র বালি-স্থানে তার পরাজয়।।
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
মহীধর ক্রৌঞ্চে গিয়া করিহ প্রবেশ।।
ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত দেখি লাগিবেক ভয়।
বিষম পর্ব্বত সেই অন্ধকারময়।।
দূর হৈতে পর্ব্বত করিবে দরশন।
তাহার মধ্যেতে গেলে অবশ্য মরণ।।
সে পর্ব্বত রাখিয়া দক্ষিণে কিম্বা বামে।
তাহার উত্তরে যাবে গিরি দ্রোণ নামে।।
দ্রোণগিরি দেখিলে হইবে বড় সুখী।
দেব গন্ধর্ব্বের আছে যত চন্দ্রমুখী।।
বালখিল্য আদি করি যত মুনিবর।
বাস করে সকলে সে পর্ব্বত উপর।।
চন্দ্র-তেজ নাহি তথা, সূর্য্যের প্রকাশ।
নক্ষত্র নাহিক দেখি, না দেখি আকাশ।।
কামিনীগণের তেজে তথা আলো করে।
পুণ্যদা নামেতে নদী তাহার উপরে।।
দুই কূলে আছ তার বংশ অগণন।
উত্তর তীরের বংশ দক্ষিণে মিলন।।
ম্লেচ্ছ জাতি আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর।
নদী পার হয় তারা বাঁশে করি ভয়।।
তাহার উত্তরে যাবে সীতার উদ্দেশে।
সেই দেশে বহু লোক হরষিতে বৈসে।।
যাহা চাবে, তাহা পাবে মিষ্ট বৃক্ষফল।
স্বর্ণদ্রব্য জন্মে তথা সোনার উৎপল।।
নানা রত্ন মাণিক সে জলেতে উপজে।
রক্ত-বর্ণ নদী-জল মাণিকের তেজে।।
নানা রত্ন অলঙ্কার পুরুষেতে পরে।
কি বর্ণিব অলঙ্কার স্ত্রীলোকে যা ধরে।।
অহঙ্কারে নারীগণ ইন্দ্রে না মানিল।
ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব অভিশাপ দিল।।
অহঙ্কারে যেমন না মানিলি আমায়।
জীবিত হইবি দিনে, রাত্রে মৃতপ্রায়।।
সেই শাপে মৃত থাকে সকল রজনী।
প্রভাহ হইলে বাঁচে সকল সজনী।।
রজনীতে থাকে তারা হয়ে অচেতন।
প্রভাতে উঠিয়া করে সঙ্গীত নর্ত্তন।।

বহুরত্না পৃথিবী বলেন সর্ব্বজন।
কত ঠাঁই কত সৃষ্টি, না হয় গণন।।
সাবধান হৈয়া যাবে যত কপিগণ।
যত্নেতে খুঁজিবে তথা জানকী রাবণ।।
তাহার উত্তরে যাবে অনন্ত সাগর।
তথা হৈতে হেমগিরি নাম গিরিবর।।
সকল পর্ব্বত মধ্যে হেমগিরি সার।
সকল পর্ব্বত জিনি শিখর তাহার।।
আকাশেতে যার শৃঙ্গ লাগে সারি সারি।
হেমগিরি সম গিরি জগতে না হেরি।।
তাহার উত্তরে নাহি ভাস্করের গতি।
অন্ধকার ময় তথা নাহিক বসতি।।
তাহার উত্তরে নাহি আমার গমন।
সে পর্য্যন্ত খুঁজিয়া ফিরিবে সর্ব্বজন।।
এই কহিলাম জম্বুদ্বীপের উৎপত্তি।
এই অবধি আছে জীব জন্তুর বসতি।।
হিমগিরি যাইতে আসিতে একমাস।
মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ।।
মাসেকের মধ্যে যেই ফিরে না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে।।
সকল দেশের করা কহিনু সবাকে।
যে দেশে থাকেন সীতা, উদ্ধারিবে তাঁকে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে এই তিন স্থান।
ইহা বিনা সৃষ্টি নাহি, শাস্ত্রের বিধান।।
যত দেশ কহিলাম যাইবে সাহসে।
সীতাদেবী আনি দিবে শ্রীরামের পাশে।।
আনিতে না পার যদি সীতা ঠাকুরাণী।
আমি গিয়া তাহারে করিব হানাহানি।।
মাসেকের মধ্যেতে আসিবে বীরগণ।
অধিক হইলে তার অবশ্য মরণ।।
অগ্নি সাক্ষী করিয়া করেছি অঙ্গীকার।
প্রাণপণে আমি সীতা করিব উদ্ধার।।
সর্ব্বস্থানে যাব আমি যতদূর সংখ্যা।
তারপরে প্রবেশিব স্বর্ণপুরী লঙ্কা।।
মালসাট মারে বহু দেয় করতালি।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে বীর শতবলি।।
কি কার্য্যে পাঠাও রাজা এত সেনাগণ।
আমি আনি দিব সীতা মারিয়া রাবণ।।
পাতালে থাকে সীতা, পাতালে প্রবেশি।
সাগরে থাকেন যদি, তাহা আমি শুষি।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কেন হও বিদ্যমান।
সীতা উদ্ধারিব আমি হয়ে যত্নবান।।
কি হেতু শ্রীরাম তুমি মনে ভাব আন।
একলা রাবণ মোর না ধরিবে টান।।
আসিতে যাইতে মোর যে হউক ব্যাজ।
অবিলম্বে দেখা দিব সিদ্ধ করি কাজ।।
শুনি শতবলির সে বিক্রম- বচন।
ভরসা পাইল মনে সুগ্রীব রাজন।।
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব আদেশে।
উত্তরদিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে।।

পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে সীতার উদ্দেশ না পাইয়া বানরগণের প্রত্যবর্ত্তন

নদ নদী পর্ব্বতের শুনিয়াছ নাম।
সুগ্রীবের জিজ্ঞাসা যে করিলেন রাম।।

www.bengaliebook.com

সাগর পর্ব্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত।
কেমনে জানিলে মিত্র কহ সে বৃত্তান্ত।।
কহেন সুগ্রীব শুন রাম গুণাধার।
বালি-ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার।।
সপ্তদ্বীপা মহা বালি নিমিষেতে যায়।
কোন্ দেশে যাব আমি না দেখি উপায়।
যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে।
মুহূর্ত্তেক দেখা পেলে তখনি মারিবে।।
বালি সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ফিরি সে কারণে।।
এক দিন এক স্থানে না থাকি কোথায়।
বড় ভয়, বালি রাজা যদি দেখা পায়।।
দেখা পেলে প্রাণে মারে, বড়ই নিষ্ঠুর।
সে কারণে পলাইয়া ভ্রমি বহু দূর।।
সাগর পর্ব্বত নদী দেশ দেশান্তর।
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরন্তর।।
স্থাবরজঙ্গম আদি এ তিন সংসার।
প্রতিস্থানে ভ্রমণ করিহে শত বার।।
যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অন্ত।
সে কারণে জানি মিত্র সকল বৃত্তান্ত।।
পূর্ব্বকথা কহিলাম তোমার গোচরে।
সর্ব্বতত্ত্ব জানিলাম সে বালির ডরে।।
ঋষ্যমূকের কথা যেই কহিল হনুমান।
সে কারণে করিলাম হেথা অবস্থান।।
চারি পাত্র ভ্রমিতাম হয়ে সঙ্কুচিত।
তোমার প্রসাদে এবে রাজ্যেতে পূজিত।।
এইরূপে দুই মিত্রে প্রত্যহ সম্ভাষ।
হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ এক মাস।।
একদিন পূর্ব্বদিক হইতে সুমতি।
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি।।
না শুনি সীতার বার্ত্তা আর্ত্ত রঘুবীর।
আইল পশ্চিম দেখি সুষেণ সুধীর।।
পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব তিন দিক দেখে।
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে।।
নানা গিরি চাহিনু, খুঁজিনু বহু দেশ।
কোন দেশে না পাইনু সীতার উদ্দেশ।।
রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
তাঁহারে প্রবোধ দেয় সুগ্রীব সুহৃৎ।।
দক্ষিণ দিকেতে প্রভু রাবণের ঘর।
সে দিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর।।
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্য সম্পাদক সঙ্গে বীর হনুমান।।
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান।
অবশ্য সাধিবে কার্য্য, কিছু নহে আন।।
তব কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর।।
বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান মহাশয়।
হনুমান পাবে সীতা, না করিহ ভয়।।
স্থির হইলেন রনাম রাজার আশ্বাসে।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

শ্রীরামের গুণ কথন

রাম নাম বল ভাই মুখে বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর।।
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে।।

এমত রামের গুণ কে দিবে তুলনা।
পাদস্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা।।
পার কর রামচন্দ্র, পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম লৈয়া গেলে দূরে।।
যার সনে কড়ি ছিল, গেল পার হয়ে।
কড়ি বিনা পার করে, তারে বলি নেয়ে।।
ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্রে যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি পার কর তবে জানি রাম।।
যোগ যোগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে।
তারে কি তরাবে রাম তরে নিজ গুণে।।
মোর সঙ্গে কড়ি নাহি পার হব কিসে।
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে।।
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে।।
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু, আপনি সে গড়।
সর্প হৈয়া দংশ তুমি, ওঝা হৈয়া ঝাড়।।
সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার।
হাকিম হয়ে হুকুম দেও পেয়াদা হয়ে মার।।
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবে।।
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্ব দেব পারে।
অসাধু তরান যিনি, ঠাকুর বলি তাঁরে।।
অহল্যা পাষাণ হৈয়া ছিল দৈববশে।
মুক্তিপদ পাইল তব চরণ পরশে।।
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি।
তরিবারে দুটি পদ করেছি তরণী।।
তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হৈয়া চরণে বাজিব।।
রাম-নদী বহে যায়, দেখহ নয়নে।
তাহে গিয়া স্নান কর কূলে বাস কেনে।।
দেখরে পামর লোক পার হবি যদি।
মন ভরি পান কর বয়ে যায় নদী।।
মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ডাকে।
সেই স্বর্গে যায়, যম দাঁড়াইয়া দেখে।।
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি।।

দক্ষিণ পাতালে সীতার অন্বেষণ ও বৈফল্য-বিবরণ

তিন দিকে বিফল হইল অন্বেষণ।
দক্ষিণ দিকের কথা শুনহ এখন।।
দক্ষিণেতে যত ঠাট করিল প্রয়াস।
বিন্ধ্যগিরি অন্বেষিতে ঘেল একমাস।।
মাসেকের অধিক হইলে লাগে ডর।
জীবনের আশা ছাড়ে সকল বানর।।
বিষম দণ্ডক বন, নাহিক উদ্দেশ।
তাহাতে বানর-সৈন্য করিল প্রবেশ। ।
পূর্ব্বে তথা ছিল এক ব্রাহ্মণ- তনয়।
দশ বর্ষ বয়স্ক সুন্দর অতিশয়।।
ঐ বনের বন্যজন্তু তাহারে মারিল।
পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ বনেরে শাপ দিল।।
তদবধি ফল জল নাহিক প্রচার।
কোন জীব জন্তু তথা নাহিক সঞ্চার।।
হেন বনে বানরেরা করিল প্রবেশ।
তথা না পাইল তারা সীতার উদ্দেশ। ।
অন্য বন দেখিলেক তাহারা সম্মুখে।
জানকীর অন্বেষণে সেই বনে ঢুকে।।

সকল বানর গেল বনের ভিতর।
দেখে এক রাক্ষস দেখিতে ভয়ঙ্কর।।
ধাইয়া আইল সে বানর খাইবারে।
রুষিল অঙ্গদ বীর যুঝিতে হাঁকারে।।
আয় বেটা, বুঝি তুই লঙ্কার রাবণ।
আমরা ভ্রমিয়া করি তোর অন্বেষণ।।
অঙ্গদে ও রাক্ষসে লাগিল হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি হইয়া উভয়ে জড়াজড়ি।।
কেহ কারে নাহি জিনে, দুজনে সোসর।
আঁচড়ে কামড়ে দোঁহে হইল জর্জ্জর।।
ক্ষণে হেঁট অঙ্গদ, সে ক্ষণেক উপরে।
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে।।
অঙ্গদ মুকুটি মারে রাক্ষসের বুকে।
অচেতন হইল সে, রক্ত উঠে মুখে।।
রাক্ষসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে।
কিন্তু সীতা না পাইয়া সবে দুঃখী মনে।।
বিষাদেতে কপি পাইয়া সবে দুঃখী মনে।
অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরের বলে।।
আইলাম জানিতে জানকীর বিশেষ।
হইল মাসের ঊর্দ্ধ না যাইব দেশ।।
সীতা না দেখিয়া যাব সুগ্রীবের পাশ।
জীবনের আশা নাই অবশ্য বিনাশ।।
অঙ্গদের বাক্যে সব হয়ে একমতি।
বন ডাল উটকিল করি পাতি পাতি।।
না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদকথা।
দেখিলাম সর্ব্ব বন আর পাব কোথা।।
সত্য করিয়াছেন যে খুড়া মহাশয়।
সীতা উদ্ধারিতে আমি করিলাম নিশ্চয়।।
চারিদিকে বীরগণ গেছে দূরদেশে।
দেখ দেখি কোন্ বীর কি করিয়া আসে।।
যে হৌক সে হৌক ভাবি আপন কল্যাণ।
সমস্ত দক্ষিণ দেখি যাব রাম-স্থান।।
সীতা না পাইলে হবে সবার মরণ।
আগে মরিবেন রাম শেষে অন্যজন।।
তারপর লক্ষ্মণ মরিবে তাঁর শোকে।
অনন্তর সুগ্রীব যাইবে যমলোকে।।
চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা বিল।
জল নাই, পক্ষী তথা করে কিলকিল।।
খাল জোল না দেখি নিকটে নাহি জল।
নানা পক্ষী কলবর শুনি যে কেবল।।
আশ্চর্য্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
জল নাহি শব্দ শুনি কিসের কারণে।।
দাণ্ডাইয়া ভাবে তথা সব কপিগণ।
বড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে।
লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে।।
চারিদিকে চাহে নাহি হয় দরশন।
শাখায় শাখায় ফিরে শাখা-মৃগগণ।।
গাছে থাকি দেখে তারা সুড়ঙ্গের দ্বার।
চন্দ্রসূর্য্য-দীপ্তি নাই মহা অন্ধকার।।
সুড়ঙ্গ দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে।।
যে হউক সে হউক সাহসে করি ভর।
সকল বানর যায় সুড়ঙ্গ ভিতর।।
হাতাহাতি করি যায় সকল বানর।
যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর।।
দৈবে হয় হউক আমা সবার মরণ।
বুঝিব ইহার মর্ম্ম, জানিব কারণ।।
সুড়ঙ্গে প্রবেশি এই করিয়া বিচার।

সুড়ঙ্গে চলিল সবে মহা অন্ধকার।।
অন্ধলোক যায় যেন হাতে করি লড়ি।
হুড়াহুড়ি করে কেহ কার গায় পড়ি।।
হাতাহাতি যায় সবে, না পায় সঞ্চার।
সকল বানর তবে ভাবিল অসার।।
দেখিতে না পাই কিছু যাইব কেমনে।
ফিরে চল উঠি গিয়া মরি কি কারণে। ।
কেহ বলে নামিয়াছি, যা হবার হবে।
এসেছ সুড়ঙ্গ-পথে কেন ফিরে যাবে। ।
অন্ধকারে চলি যায় নাহি দেখে বাট।
পিপাসায় সকলের গলা হৈলা কাঠ।।
অন্ধকারে যায় সবে আগে হনুমান।
হাতে লড়ি করে যেন হৈয়া যায় কান। ।
আগ হনুমান বীর চলিল সাহসে।
অন্ধলোক চলে যেন পড়ে আশে পাশে।।
বীরগণ বলে শুন পবন-নন্দন।
প্রকাশ হইব গেলে কতেক যোজন।।
আর কত পথ গেলে পাইবে প্রকাশ।
হনুমান কহে, কেহ না করিহ ত্রাস। ।
আমি সঙ্গে যাব তবে ক্ষতি কিবা আছে।
সকল বানরগণ আইস মোর পাছে।।
যোজন সাতেক গেলে তবে হব পার।
এই গৃহ আছে তথা অদ্ভুত আকার।।
হনুমানের বাক্যেতে সাহসে করি ভর।
ধীরে ধীরে চলে তথা সকল বানর।।
হনুমান মহাবীর বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সবারে করিল পার করি হাতাহাতি।।
ধর্ম্মে ধর্ম্মে সকলে সঙ্কটে হয়ে পার।
দেখিতে পাইল গৃহ অদ্ভুত আকার।।

সোণার প্রাচীর তার স্বর্ণময় গাছ।
স্বর্ণপদ্ম জলে দেখে, স্বর্ণময় মাছ।।
পুরীখান দেখিল সকল স্বর্ণময়।
দেখিয়া বানরগণ হইল বিস্ময়।।
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা স্বর্গের বিশেষ।
সবে বলে, হনুমান এই কোন্ দেশ।।
নানা ফুল ফল আছে সুগন্ধ বাতাস।
ক্ষুধাতুর সকলে খাইতে করে আশ।।
অন্ন জল পেটে নাই ক্ষুধায় দুঃখিত।
ফল ফুল দেখি মনে বড় হরষিত।।
পুরীর ভিতর মাত্র এক কন্যা আছে।
সকল বানর গেল সে কন্যার কাছে।।
ত্রিশত প্রকোষ্ঠ গেল ভিতর আবাস।
কন্যার রূপেতে করে জগৎ প্রকাশ।।
সুন্দরী সে কন্যা, বুঝি হরের ঘরণী।
রম্ভা তিলোত্তমা কিম্বা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।।
শোভিত যুগল ভুরু যেন কামধনু।
কপাল সিন্দূর-ফোঁটা প্রভাতের ভানু।।
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভ্রূযুগ উপরেতে উদয় অৰ্দ্ধ-ইন্দু।।
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভা করে অতি।
অলকা তিলকা রেখা অর্দ্ধ অর্দ্ধ পাঁতি।।
রতন রঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব।।
করে শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটি মাঝে।
রতন নূপুর পায় রুণুঝুনু বাজে।।
পৃষ্ঠে লোটে স্পষ্টরূপে প্রবালের ঝাঁপা।
গৌর গায় গন্ধ করে গন্ধরাজ চাঁপা।।
ছড়া ছড়া বাজুবন্দ শঙ্খের উপর।

যেখানে যে শোভা করে পরেছে বিস্‌তর।।
দুই পায়ে শোভিত করেছে গোটা মল।
ব্রহ্মচারী আদি লোক দেখিয়া পাগল।।
পুরীর ভিতর কন্যা আছে একেশ্বরী।
কন্যারূপে আলো করে রসাতল-পুরী।।
তাহারা সকলে বন্দে কন্যার চরণ।
যোড়হাতে বলে বীর পবন-নন্দন।।
আমরা বানর পশু, বনে করি বাসা।
ক্ষুধায় না দেখি পথ, লাগিয়াছে দিশা।।
রাজভার গজিয়াছে জীবন অসার।
খাল জোল বন আদি চাহিনু সংসার।।
দুর্জ্জয় পাতালেতে আমরা সবে আসি।
তোমা দেখি বাঁচিলাম, মনে হেন বাসি।।
হইলাম বড় তুষ্ট তোমারে দেখিয়া।
পরিচয় দেহ কন্যে, তুমি কার প্রিয়া।।
বড়ই কাতর মোরা হয়েছি এখন।
পরিচয় দেহ কন্যে, তুমি কোন্ জন।।
কাহার বসতি ঘর, কার সরোবর।
কৃপা করি কহ কন্যা, শুনি অবান্তর।।
কার পুরী আইলাম বড় বাসি ডর।
আইলাম বড় বাসি ডর।।
কন্যা বলে, শুন বীর মম পরিচয়।
সুমেরু পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মম পিতা হয়।।
সম্ভবা আমার নাম, হেমা মোর সখী।
হেমার বচনে আমি এই পুরী রাখি।।
এই আবাসের রক্ষা আছে মম করে।
আমা অগোচরে কেহ আসিতে না পারে।।
ময় নামে দানবের রচিত আবাস।
হেমা সহ ময় করে এখানে বিলাস।।
নৃত্যেতে নর্ত্তকী হেমা গানেতে গায়নী।
রূপে বেশে গুণে হেমা ত্রিভুবন জিনি।।
রূপে ময়দানবের মুগ্ধ করে হেমা।
অবিরত রতি করে তার নাই ক্ষমা।।
রাত্রি দিন রমণে হেমার হয় ক্লেশ।
উঠিতে না পারে হেমা প্রায় তনু শেষ।।
দানবের শৃঙ্গারে পলায় হেমা ত্রাসে।
দানব চলিল, সেই হেমার উদ্দেশে।।
যেখানে পাইবে তারে আনিবে ধরিয়া।
এই বেলা পলাও হে সেই পথ দিয়া।।
বড়ই দুরন্ত সে দানব দুষ্ট জন।
এখান হইতে যাহ সব কপিগণ।।
কোন্ জন হইতে পাইলে উপদেশ।
দুর্জ্জয় পাতালে কেন করিলা প্রবেশ।।
শীঘ্র যাহ, বিলম্ব কি হেতু কর আর।
দানব আইলে কার নাহিক নিস্তার।।
হনুমান বলে, কন্যা শুন বিবরণ।
আমরা রামের দূত সব কপিগণ।।
রামচন্দ্র দশরথ-রাজার কুমার।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার।।
আইলেন পিতৃসত্য পালিতে কানন।
তাঁর সঙ্গে আইলেন অনুজ লক্ষ্মণ।।
শ্রীরাম-রমণী সীতা পরমা সুন্দরী।
স্বভাবতঃ সতত রামের সহচরী।।
বনে বাস করিয়াছিলেন তিন জন।
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ।।
সীতার বিরহে রাম হইয়া কাতর।
বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর।।
দৈবযোগে সুগ্রীবের সহিত মিলন।

হইলেক উভয়ের সখ্য সংঘটন।।
বালি বধি রাম রাজ্য দিলেন সুগ্রীবে।
সুগ্রীব করিল সত্য, সীতা উদ্ধারিবে।।
সুগ্রীবের আদেশেতে বেড়াই নানা দেশ।
অদ্যাপি না পাইলাম সীতার উদ্দেশ।।
মাসেকের তরে রাজা করিল নিশ্চয়।
মাসেক অধিক হৈলে বড় বাসি ভয়।।
গাছ হৈতে দেখিয়া আমরা এ সকল।
জলের উদ্দেশে আইলাম এই স্থল।।
মুখে কথা কহে তারা ফল পানে চায়।
মনে তোলাপাড়া করে কন্যারে ডরায়।।
বানর দেখিয়া ফল হইল বিকল।
সাধ হয় পেড়ে খায় কাঁচা পাকা ফল।।
বানরের ইচ্ছা বুঝি কন্যা মনে গণে।
ফল খাইবারে কন্যা বলিল আপনে।।
বড়ই ক্ষুধার্ত্ত দেখি হইল মমতা।
কন্যা বলে ফল খাও, দিলাম সর্ব্বথা।।
ইচ্ছামত ফল খাও যত আছে মনে।
শুনিয়া হরিষ চিত যত কপিগণে।।
একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া গাছের উপর।।
দুই হাতে ফল খায়, ভাঙ্গে আর ডাল।
মদগন্ধে পাতা খায় পূর্ণ করি গাল।।
পক্কতাল লইয়া বসিল পীঠোপরে।
ক্ষুধায় কাতর খায় যত পেটে ধরে।।
কতগুলো পাকা ফল নিঙ্গুড়িয়া খায়।
আধখাওয়া করি কত টানিয়া ফেলায়।।
কত ফল কামড়ে খায়, কত ফল চূষি।
উদর পূরিল রসে মনে মনে খুসি।।
ফল ফুল খাইয়া করিল মাথা হেঁট।
নড়িতে চড়িতে নারে নেউয়া হইল পেট।।
করিয়া বানরগণ উদর পূরণ।
নিবেদন করি বন্দে কন্যার চরণ।।
তোমার প্রসাদেতে খণ্ডিত সব ক্লেশ।
কোন্ পথে বাহিরাব কহ উপদেশ।।
যাবৎ এখানে কন্যে দানব না আসে।
তাবৎ বাহির হৈয়া যাই অন্য দেশে।।
বড় ভয় হয় কন্যে দানবের তরে।
ত্বরায় বাহির কর সকল বানরে।।
পথ দেখাইতে কন্যা আপনি চলিল।
সকল বানর তার পাছে গোড়াইল।।
পলায় বানরগণ, পাছু পানে চায়।
দানব আসিয়া পাছে পশ্চাতে খেদায়।।
পরাণে মারিবে তবে কার নাহি রক্ষা।
উপায় কেবল দেখি এ কন্যা সপক্ষা।।
সুড়ঙ্গের দ্বারে কন্যা হইয়া বাহির।
দেখায় বানর প্রতি সাগর গভীর।।
এই জল দেখ সবে সাগর দক্ষিণ।
বিন্ধ্যাদি মলয়-গিরি দেখহ প্রবীণ।।
শ্রীরামের আগে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর।।
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ।।
অসীম রামের গুণ কি বলিতে জানি।
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি।।
তারকব্রহ্ম রামনাম অনন্ত মহিমা।
চারি বেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা।।
চণ্ডালে করিল দয়া বড়ই করুণা।

পাষাণে নিশান কৃত্তিবাসের রচনা। ।

সীতা অন্বেষণার্থে অঙ্গদ ও হনুমানাদির মন্ত্রণা

পাতাল হইতে উঠি সকল বানর।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদ গোচর।।
পাতালে প্রবেশি মোরা সকল বানর।
কোথাও না দেখিলাম সীতা লঙ্কেশ্বর।।
বলেন অঙ্গদ বীর, হে বানরগণ।
সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন।।
সীতাবার্ত্তা জানিতে হৈল এক মাস।
মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ।।
অন্যের যে হউক মম সংশয় জীবন।
সুগ্রীব মারিতে মোরে করিয়াছে পণ।।
পিতারে মারিতে যায় না হৈল মমতা।
পুত্রেরে মারিবে সে যে, এবা কোন্ কথা।।
দক্ষিণ হস্তেতে রাম অগ্নি সাক্ষী করে।
যত হিত করিলেন সকল পাসরে।।
আমি যুবরাজ নাহি পিতা বিদ্যমানে।
সে পদ দিলেন রাম আমারে বিধানে।।
খুড়ার গণনে নহে আমার সম্বন্ধ।
আমাকে মারিতে খুড়া, করেন প্রবন্ধ।।
আমারে মারিবে খুড়া, না হয় খণ্ডন।
আমার নিস্তার নাই শুন কপিগণ।।
যোড়হাতে কপিগণ কহিছে কাহিনী।
জীবনের আশা নাই ত্যজিব পরাণী।।
তারক বানর ছিল বুদ্ধে বৃহস্পতি।
অঙ্গদেরে বুঝায় সে উত্তম প্রকৃতি।।
সুগ্রীবের ভয় হেতু না যাইব দেশ।
সকলে পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ।।
রাজ্যভোগ আছে তথা সোণার আবাস।
পরম আনন্দে তথা করিব নিবাস।।
ফুল ফল পাব তথা জল সুবাসিত।
সুগ্রীবের ভয় তুমি না কর কিঞ্চিৎ।।
কি করিবে সুগ্রীব শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ।
কোন ভয় না করিহ, শুন মিত্রগণ।।
নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল ভুবনে।
কি করিবে সুগ্রীব রাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
তারকের বাক্যে সবে দিল অনুমতি।
মনে মনে হনুমান করেন যুকতি।।
প্রমাদ বচনে ভাবে হনুমান বীর।
আপনার মনে বুদ্ধি করিলেন স্থির। ।
মোর বিদ্যমানে রামকার্য্য হয় হানি।
সভার মধ্যেতে হনুমান কহে বাণী।।
হনুমান বলেন, অঙ্গদ যুবরাজ।
এক কার্য্যে আসি তুমি কর অন্য কাজ।।
কোন্ যুক্তে কর তুমি লয়ে কপিগণ।
তোমার উচিত নহে এ সব কথন।।
পলাইয়া যাবে তুমি পাতাল-ভুবনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না ভাবিলে কেন মনে।।
পলাইবা কোথায়, সুগ্রীব সব জানে।
পলাইয়া বাঁচিতে নারিবে কোন খানে।।
উচিত বলিতে তোমা আমার কি ডর।
তোমার সহিত কেবা পলাবে বানর।।
স্ত্রী পুত্র লইয়া করে কিষ্কিন্ধ্যায় বাস।
তোমা লাগি কে ছাড়িবে স্ত্রী পুত্রের আশ।।

তোমা হেন স্ত্রী পুত্র ছাড়িবে কোন্ জন।
একাকী কেবল তুমি ফের বনে বন।।
মনে কর পলাইয়া পাবে অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি।।
তোমার বাপেরে রাম মারে এক বাণে।
তার হাত ছাড়াইবা গিয়া কোন্ খানে।।
সুগ্রীব বলেন যদি শ্রীরামের প্রতি।
পাতালে বসিয়া তুমি না পাবে নিষ্কৃতি।।
নির্ভয়ে কেমনে তুমি পাইবা উদ্ধার।
রাম-বাণে মুক্ত হবে সুড়ঙ্গের দ্বার।।
বিষ্ণু-অবতার রাম জগতে পূজিত।
তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত।।
নির্ব্বুদ্ধি তোমারে বলি শুন যুবরাজ।
বীর হয়ে পলাইবা মুখে নাহি লাজ।।
যত দূর যাবে, তার চৌটি নাহি আসি।
গৃহ পাছু যুক্তি কর ভাল নাহি বাসি।।
সবর্বদেশ দেখি যদি নহে দরশন।
সুগ্রীবের ঠাঁই গিয়া লইব শরণ।।
ধার্ম্মিক সুগ্রীব রাজা ধর্ম্মের চরিত।
দোষ গুণ বুঝিয়া সে করিবে উচিত।।
ডর করি পলাইলে বড় হবে দোষ।
হইলে শরণাপন্ন রামের সন্তোষ।।
যে দেশ বলিবে রাজা যাইবে সে দেশে।
তারপর যা হবার হইবেক শেষে।।
তোমারে প্রধান করি সে সুগ্রীব বৈসে।
তোমার প্রসাদে আমাদের ভয় কিসে।।
কুপিল অঙ্গদ হনুমানের বচনে।
লজ্জা দিল হনুমান সবা-বিদ্যমানে।।
জ্যেষ্ঠ ভাতৃ-রমণী রাজার বিবাহিতা।
শাস্ত্রমত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা।।
ইতর পুরুষ পিতা পুত্রে হেন গণি।
অপরজ্ঞ পরজায়া যেমন জননী।।
জ্যেষ্ঠ ভাই সম পিতা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তার পত্নী কেবল মায়ের তুল্য হয়।।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়া হবে কিসের বাখান।
জানিতে সীতার বার্ত্তা পাঠায় কুস্থান।।
কার্য্য না করিলে রাম হইবে দুঃখী।
সর্ব্বথা আমার মৃত্যু হনুমান দেখি।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম তার দেখি বীর হনুমান।
কোন কার্য্যে ভাল নহে সুগ্রীবের জ্ঞান।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কার্য্য করিলেন যত।
চোরা-যুদ্ধে আমার পিতারে করে হত।।
সম্মুখ-সমর যদি করিতেন পিতা।
কে কেমন বীর, তুমি তবে ত জানিতা।।
রাম কেন না বলিলেন আমার বাপেরে।
গলে ধরি আনিতেন রাজা লঙ্কেশ্বরে।।
যেখানে থাকিত সীতা আনিত রাবণ।
তবে কেন সীতা লাগি দুঃখী কপিগণ।।
তুমি কিবা নাহি জান বীর হনুমান।
পিতা চারি সাগরে করেন সন্ধ্যা স্নান।।
দিগ্বিজয় করিয়া সে বেড়াত রাবণ।
পিতারে জিনিতে আইল কিষ্কিন্ধ্যা-ভুবন।।
রাবণ দেখিল মোর বাপ নাই ঘরে।
আহ্নিক করেন তিনি সাগরের তীরে।।
পাছু বাটে রাবণ ধরিল মোর বাপে।
সাপটিয়া ধরিল সে অতুল প্রতাপে।।
ধ্যান ভঙ্গ না হইল লেজেতে বান্ধিয়া।
সাগরে রাবণেরে ফেলান ডুবাইয়া।।

দীঘল পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
রাবণে তোলেন পিতা উপর আকাশ।।
বারেক আকাশে তুলি পুনঃ ডুবান নীরে।
নাকানি চোবানি খাইয়ে বেটা শেষে মরে।।
চারি সাগরের তপ হয় অবশেষ।
সন্ধ্যাকালে পিতা মম আইলেন দেশ।।
রাবণের দশ মাথা করে নড় বড়।
কিষ্কিন্ধ্যায় আসি বেটা দাঁতে করে খড়।।
দয়া করি মোর বাপ ছাড়েন তাহারে।
লঙ্কায় পলায়ে গেল রাবণ তৎপরে।।
সে রাবণ আসিয়া সীতারে করে চুরি।
ইহার কারণেতে আমরা সবে মরি।।
যদি রাম লইতেন পিতার শরণ।
কোন তুচ্ছ পিতার সে পাপিষ্ঠ রাবণ।।
পিতাকে মারিয়া রাম করিল কুকর্ম্ম।
রাজা হৈয়া করিলেন সম্পূর্ণ অধর্ম্ম।।
আপন অধর্ম্মে রাম এত দুঃখ পান।
ধর্ম্ম-মত ভাব তুমি বীর হনুমান।।
কার্য্য না করিলে রাম হইবেন দুঃখী।
সব কার্য্যে হনুমান মোর মৃত্যু দেখি।।
সুগ্রীবের হবে যশ আমার মরণ।
সীতা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন।।
হনুমান বলে যত বল কিছু মিথ্যা নয়।
জ্যেষ্ঠের রমণী হৈলে মাতৃতুল্য হয়।।
আমরা বানর পশুজাতি, ইহা পারি।
যে শাস্ত্র কহিলা সে কেবল মনুষ্যেরি।।
যত দেশ বলে রাজা খুঁজি একবার।
পশ্চাতে করিব আমি ইহার বিচার।।
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

বানরগণের মৃত্যু কামনা

এতেক বলিল যদি বীর হনুমান।
পুনশ্চ অঙ্গদ বলে সবা-বিদ্যমান।।
পুনঃ পুনঃ বল তুমি পবন-নন্দন।
যে বল সে বল মোর অবশ্য মরণ।।
শ্রীরাম সুগ্রীব এরা কভু নহে ভাল।
নিশ্চয় জানিহ অঙ্গদের প্রাণ গেল।।
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ সম, মারিল হেলায়।
তার পুত্রে মারিবে সুগ্রীব, নহে দায়।।
দণ্ডবৎ জানাইও মায়ের চরণে।
প্রাণ ছাড়িবেন মাতা আমার কারণে।।
দোসর বানরগণ পরস্পর বন্দে।
অঙ্গদে বেড়িয়া সব বানরেরা কান্দে।।
অঙ্গদ কুমার বই আর নাহি গতি।
মরিব অঙ্গদ সঙ্গে করিল যুকতি।।
সকল বানর যুক্তি এই করি সার।
জীবনের আশা ছাড়ি ত্যজিল আহার।।
স্নান করি কপিগণ বৈসে পূর্ব্বমুখে।
উপবাস করিয়া রহিল মনোদুঃখে।।
মরিবারে বানর করিল উপবাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

সম্পাতির সহিত হনুমানের পরিচয় এবং শ্রীরামের বার্ত্তা কথন

গরুড়ের সন্তান বিখ্যাত পক্ষিজাতি।
বৈসে বিন্ধ্য-পর্ব্বতের শিখরে সম্পাতি।।

বানর-কটক মাথা তুলি ঊর্দ্ধে দেখে।
অনুমান করে এই খাইবে সবাকে।।
অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনুমান।
আমার বচন তুমি কর অবধান।।
সীতার উদ্দেশে আইলাম সর্ব্বজন।
সীতা লাগি হারাইব বিদেশে জীবন।।
কোন্ জন না করিল শ্রীরামের কাজ।
সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ।।
প্রাণ দিল পক্ষিরাজ করিয়া সমর।
অনায়াসে স্বর্গে গেল গরুড়-কোঙর।।
রাম-বনবাস হেতু সীতার হরণ।
সীতা লাগি বিদেশেতে মরে কপিগণ।।
সম্পাতি বলেন, কে জটায়ুর মৃত্যু কহে।
সোদরের মৃত্যু শুনি মম প্রাণ দহে।।
বিধির বিপাকে পাখা পুড়িয়া বিনাশ।
উড়িয়া যাইতে নারি তোমাদের পাশ।।
তোমাদের মুখে শুনি জটায়ু-বিনাশ।
আজি শোকে হইলাম নিতান্ত নিরাশ।।
কপিগণ বলে, পক্ষী বড়ই সেয়ান।
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ।।
নড়িতে চড়িতে নারে জরাতে দুর্ব্বল।
সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি ছল।।
হনুমান বলে ভাই অবশ্য মরণ।
এ বৃদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ।।
হনুর বচনে সবে দিব অনুমতি।
আনিলেক ধরাধরি করিয়া সম্পাতি।।
পক্ষিরাজে বসাইল বানর-সমাজ।
যোড়হাত কহিল অঙ্গদ যুবরাজ।।
বালি সুগ্রীবের জান দুই সহোদর।
কতকাল কোন্দল করিল পরস্পর।।
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন।
সঙ্গে গোড়াইল তাঁর জানকী লক্ষ্মণ।।
সীতা সহ দুই ভাই ভ্রমে বনে বন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ।।
সীতার লাগি ভ্রমেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পথে সুগ্রীবের সঙ্গে হইল মিলন।।
সুগ্রীবের দিলেন আপন পরিচয়।
আপন দুঃখের কথা দুইজনে কয়।।
অগ্নিসাক্ষী করি দুইজনে সত্য করে।
পরস্পর উপকার করে পরস্পরে।।
দুইজনে সত্য বদ্ধ হইল মিলন।
সেই হেতু করি মোরা সীতা অন্বেষণ।।
রাম সত্য পালেন মারিয়া মোর বাপে।
সুগ্রীবের রাজ্য দেন দুর্জ্জয় প্রতাপে।।
পিতা মারিলেন মনে হইলেন দুঃখী।
বনে বনে ফিরি আমি দেখ তার সাক্ষী।।
বানর আইল যত ছিল দেশে দেশে।
রামকার্য্য সাধিবারে সুগ্রীব-আদেশে।।
এক মাস নিয়ম করিল মহাশয়।
মাসেকের বাড়া হৈলে না জানি কি হয়।।
পরিচয় দিলাম আমরা কপিগণ।
এখন শুনহ জটায়ুর বিবরণ।।
জটায়ু পক্ষীর শুন মরণের কথা।
রাবণ হরিয়া নিল শ্রীরামের সীতা।।
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
পর্ব্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন।।
হাত পা আছড়ে সীতা রথের উপরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।

www.bengaliebook.com

পক্ষী বলে এই বেটা লঙ্কার রাবণ।
সীতারে হরণ করি করিছে গমন।।
অনেক কালের পক্ষী হইয়াছে জরা।
দুই পাখা মেলিয়া পোহায় তথা খরা।।
সীতার ক্রন্দন পক্ষী তথা হৈতে শুনি।
ভাবিতে লাগিল সে প্রমাদ মনে গণি।।
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চারিদিকে চায়।
রাবণের রথে সীতা দেখিবারে পায়।।
জটায়ু বলেন, সীতা এসেছেন বনে।
সেই সীতা লয়ে যায় পাপিষ্ঠ রাবণে।।
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি পাড়ে মারে পাখসাট।।
আকাশে থাকিয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড় কামড়ে তার রথ কৈল চূর।।
রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর।
জটায়ুর শরীর সে করিল জর্জ্জর।।
রামের অপেক্ষা করি যুঝিল বিস্তর।
তথাপি না আইলেন তথা রঘুবর।।
বৃদ্ধকালে জটায়ুর টুটিয়াছে বল।
দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল।।
আসিয়া করেন রাম তার অগ্নিকাজ।
রাম-দরশনে মুক্ত হৈল পক্ষিরাজ।।
কহিলাম জটায়ুর মৃত্যুর-কাহিনী।
জটায়ুর কে হও আপনি কহ শুনি।।
সম্পাতি শুনিয়া জটায়ুর বিবরণ।
ভাই ভাই করিয়া কান্দিল বহুক্ষণ।।
আমার ভাইকে মারি বেটা থাকে সুখে।
পাখা নাই কি করিব মরি মনোদুঃখে।।
যৌবনে যখন ছিল পাখা সে আমার।
শুনহ বানরগণ বলি সারোদ্ধার।।
জটায়ু সম্পাতি এই দুই সহোদর।
বলে মহাবলী মোরা গরুড়-কোঙর।।
দুই ভাই প্রতিজ্ঞা যে করিলাম এই।
সূর্য্য যে ছুঁইতে পারে বীর বটে সেই।।
প্রভাত হইল যবে অরুণ- উদয়।
সূর্য্যেরে ধরিতে যাই করিয়া নিশ্চয়।।
জ্ঞাতি বন্ধু সকলে দেখিয়া সবিস্ময়।
এক লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্যোদয়।।
এক লক্ষ যোজন উড়ি উঠিয়া আকাশে।
দিবাকরে ধরিতে গেলাম তার পাশে।।
চৌদিকে চাপিয়া উঠে সূর্য্য মহাশয়।
দিক ও বিদিক নাই সব অগ্নিময়।।
প্রভাত হইতে দুই প্রহর উড়িয়া।
দুই ভার মারি সূর্য্য-তেজেতে পুড়িয়া।।
তাহাতে জটায়ু ভাই হইল কাতর।
মৃতপ্রায় হেন দেখি ভাই সহোদর।।
রাখি জটায়ুর পাখা নিজ পাখা দিয়া।
আমার উভয় পাখা গেল ত পুড়িয়া।।
এ পর্ব্বতে পড়িলাম দৈবের নির্ব্বন্ধ।
এই সে কারণে আমি হইয়াছি বন্ধ।।
সাত দিন নাহি খাই সলিল ওদন।
হেনকালে সর্ব্বজ্ঞ আইল একজন।।
স্নান করে সর্ব্বজ্ঞ সে সরোবর-জলে।
সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার চরিছে তার কূলে।।
পর্ব্বত প্রমাণ দেখি জন্তু সে সকল।
ধরিয়া খাইবে মোরে গায়ে নাহি বল।।
দূরে গিয়া রহিলাম বটবৃক্ষ-তলে।
সিংহ মহিষাদি জন্তু গেল হেনকালে।।

স্নান করি সে সর্ব্বজ্ঞ সরোবর-জলে।
আমার সম্মুখে সেই আইল হেনকালে।।
প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ সেই নিশাকর নাম।
পথে দেখা পাইয়া যে করিনু প্রণাম।।
ব্যথায় কাতর আমি শব্দ নাহি মুখে।
আমারে কাতর দেখি দ্বিজ ধ্যানে দেখে।।
সর্ব্বজ্ঞ বলেন পক্ষিরাজ প্রাণরক্ষ।
হারাইয়া পাবে তুমি আপনার পক্ষ।।
দশরথ রাজ্য করিবেন বহুদিন।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম হবেন প্রবীণ।।
পিতৃসত্য পালিতে যাবেন তিনি বন।
শূন্য ঘরে তাঁর সীতা হরিবে রাবণ।।
কপিগণ করিবেক সীতার উদ্দেশ।
তার দরশনে তব খণ্ডিবেক ক্লেশ।।
থাক এই পর্ব্বতে পাইবে তার দেখা।
রাম নাম বলিতে উঠিবে দুই পাখা।।
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ বৎসর।
তবে সে দেখিবে তুমি সকল বানর।।
এতকাল রাম লাগি আছ হে জীবন।
এত দিনে তব সনে হৈল দরশন।।
অঙ্গদ বলেন তোমা দেখে পাই ভয়।
সত্য কহ পক্ষিরাজ বৃত্তান্ত নিশ্চয়।।
রাবণের কোন্ দেশ, কোথা তার ঘর।
তার দেশ যেতে কত যোজন সাগর।।
পক্ষিরাজ বলে আমি হই গৃধ্র জাতি।
পূর্ব্বেতে দক্ষিণদিকে ছিল মম গতি।।
কহিব শুনিবে যত জানি বিবরণ।
সম্প্রতি যুড়াও কর্ণ কহি রামায়ণ।।
রামের প্রসঙ্গে পুনঃ হবে পক্ষোদয়।
পক্ষোদয়ে ভক্ষ্য লাভ প্রাণ রক্ষা হয়।।

শ্রীরামের বৃত্তান্ত কথনে সম্পাতির পক্ষলাভ

হনুমান বলে শুন গরুড়-নন্দন।
মন দিয়া শুন বলি রামের কথন।।
পূর্ব্বকথা কহি শুন তাতে দেহ মন।
নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ণ।।
সৃষ্টি করিলেন পিতামহ বহু ক্লেশে।
ভাবেন সতত লোক ত্রাণ পাবে কিসে।।
নারদেরে বিরিঞ্চি পাঠান পৃথিবীতে।
আপনার পুত্রকে দিলেন তার সাথে।।
দুইজন পৃথিবীতে বেড়ান-ভ্রমিয়া।
দৈবাৎ নিবিড় বনে উত্তরিল গিয়া।।
বাল্মীকি ছিলেন পূর্ব্বে ব্যাধ-অবতার।
দস্যুবৃত্তি করিতেন অতি দূরাচার।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র যারে দেখা পায়।
ফাঁসি দিয়া মারে তারে কে কোথা পলায়।।
এইরূপে দস্যুকর্ম্ম করে বনে বন।
নারদের সনে হৈল পথে দরশন।।
নারদ আর বিধি তাঁরা যান দুইজনে।
হেনকালে দেখে দস্যু সে দুই ব্রাহ্মণে।।
দস্যু বলে বিপ্র তোরা আর যাবি কোথা।
পড়িলি আমার হাতে কাটা যাবে মাথা।।
নারদ বলেন, আমি তপস্বী-ব্রাহ্মণ।
আমারে মারিবে তুমি কিসের কারণ।।
দস্যু বলে নিত্য আমি এই কর্ম্ম করি।
দস্যুকর্ম্ম করিয়া উদয় সদা ভরি।।

www.bengaliebook.com

মাতা পিতা পত্নী পুত্র আছে যত জন।
ইহাতে সবার হয় উদর পূরণ।।
অবিরত দস্যুকর্ম্ম করি আমি খাই।
তেকারণে ফাঁস হাত বনেতে বেড়াই।।
কত গণ্ডা জিতেন্দ্রিয় যতি ব্রহ্মচারী।
যার দেখা পাই, তারে সেইক্ষণে মারি।।
নারদ বলেন, শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ।
তোমার পাপের ভাগ লয় কোন্ জন।।
তব পাপভাগী যদি হয় পিতা মাতা।
তবেত আমারে বধ করহ সর্ব্বথা।।
জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে।
তোমার পাপের ভাগ কাহার উপরে।।
দস্যু বলে শুন বলি তপস্বী-ব্রাহ্মণ।
আমি ঘরে গেলে কি পালাবে দুইজন।।
নারদ বলেন, রাখ গাছেতে বান্ধিয়া।
পাপভাগী কেবা হয় আইস জানিয়া।।
তবে দস্যু দুইজনে করিল বন্ধন।
গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন।।
বাপেরে কহিল, তুমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও।।
পিতা বলে, যাহা দেও ঘরে বসে খাব।
তুমি পাপ কর তার ভাগ কেন লব।।
যে সে প্রকারেতে তুমি করিবে পালন।
পাপ-ভাগ লইতে না পারি কদাচন।।
বাপের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
তবে গিয়া করিল মায়ের দরশন।।
দস্যু বলে, শুন মাতা করি নিবেদন।
মনুষ্য মারিয়া করি উদর পূরণ।।
আমি আনি দেই তুমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও।।
জননী বলিল, শুন দুর্ব্বুদ্ধি নন্দন।
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ।।
পুত্র হৈলে করে মাতা পিতার পালন।
গয়া পিণ্ড দান করে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ।।
সুপুত্র হইলে হয় কুলের দীপক।
মাতৃসেবা না করিলে বিষম নরক।।
যাহা যাহা আনি দিবে ঘরে বসে খাব।
তোমার পাপের ভাগ আমি কেন লব।।
যত যত পুত্র জন্মে ভারত-মণ্ডলে।
পুত্র-পাপ মায়ে লয় কোন্ শাস্ত্রে বলে।।
দশ মাস দশ দিন ধরিনু উদরে।
পুত্র হইয়া ডুবাইবে নরক ভিতরে।।
মায়ের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে বিবরণ।।
দস্যুকর্ম্ম করি আমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও।।
স্বামীরে বলিছে বামা বিনয় বচন।
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ।।
গৃহস্থের কর্ম্ম কার্য্য সকলি করিব।
যথা হৈতে আন তুমি ঘরে বসে খাব।।
নারীর শুনিল যদি এতেক বচন।
পুত্রের নিকটে গিয়া কহিল তখন।।
শুনিয়া বলিল পুত্র পিতার চরণে।
পাতকের ভাগ লব কিসের কারণে।।
আমি উপযুক্ত যবে হইব সংসারে।
শিরে মোট বহি আমি পালিব তোমারে।।
এখন আমার কর ভরণ পোষণ।
আমি পুত্র তোমাদের করিব পালন।।

এইমত জিজ্ঞাসা করিল বারে বার।
পাপভাগ লৈতে কেহ না করে স্বীকার।।
দস্যু বলে, তবে আমি কোন্ কর্ম্ম করি।
অধর্ম্ম করিয়া কেন লোক জন মারি। ।
মনে মনে দস্যু বড় হইল নিরাশ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে গেল তপস্বীর পাশ।।
আস্তে ব্যস্তে খসাইল মুনির বন্ধন।
প্রণাম করিয়া বলে বিনয় বচন।।
জিজ্ঞাসিয়া ঘরে জানিলাম সমাচার।
আমার পাপের ভাগী কেহ নহে আর।।
কি করিব, কোথা যাব, কি হবে উপায়।
মুনি বলে তবে কেন বধিবে আমায়।।
তোমার পাপের ভাগী কেহ না হইল।
যত পাপ করিলে সে তোমার থাকিল।।
চৌরাশী নরক-কুণ্ড আছে যমপুরে।
রৌরব-নরক আদি সব তব তরে।।
গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত বুকে।
কাতরে কহিলা দস্যু মুনির সম্মুখে।।
কৃপা কর কৃপাময় ধরি হে চরণ।
কি হবে আমার গতি, কহ বিবরণ।।
আর আমি দস্যুকর্ম্ম কভু না করিব।
হইয়া তোমর দাস সঙ্গেতে ফিরিব।।
তাহারে কহেন দয়াশীল মহামুনি।
সরোবরে স্নান করি আইস এখনি।।
তোমার নিমিত্ত এক করিব উপায়।
যাহাতে হইবা মুক্ত, পাপ দূরে যায়।।
আস্তে ব্যস্তে গেল দস্যু সরোবর তীরে।
পাপী দেখি উড়িল সলিল সরোবরে।।
স্নান করিবার জল যদি না পাইল।
আরবার দস্যু সে মুনির কাছে গেল। ।
যোড়হাত করিয়া বলিল হে গোঁসাই।
করিতে গেলাম স্নান জল নাহি পাই। ।
আমাকে আসিতে দেখি যত ছিল জল।
শুখাইল সরোবর যথা শুষ্ক স্থল।।
শুনিয়া নারদ মুনি করিয়া আশ্বাস।
কমণ্ডলু-জল ছিল, আপনার পাশ।।
দয়া করি সেই জল দিলেন তাহায়।
সেই জল দস্যু দিল আপন মাথায়।।
ব্রহ্মাপুত্র নারদের দয়া উপজিল।
অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র তার কর্ণে দিল।।
ব্রহ্মাপুত্র আপনি করিল আদেশন।
দিবানিশি রামনাম করহ স্মরণ।।
পরম পাতকী সে বিধাতা তারে বাম।
রামনাম বলিতে বদনে আইসে আম।।
ভাবিলেন মহামুনি কি হবে উপায়।
রামনাম বদনে নাহি যে বাহিরায়।।
সেই বনে মরা এক তালগাছ ছিল।
হেরিয়া মুনির মনে দয়া উপজিল।।
বুদ্ধিজীবী মহামুনি জিজ্ঞাসেন তায়।
বল দেখি কোন্ বৃক্ষ ঐ দেখা যায়। ।
শুনিয়া কহিল দস্যু যোড় করি কর।
মরা তালগাছ এক দেখি মুনিবর।।
শুনিয়া কহেন তারে নারদ প্রবীণ।
মরা মরা মন্ত্র জপ কর রাত্রি দিন।।
প্রণাম করিয়া দস্যু মুনির চরণে।
মরা মন্ত্র জপিতে লাগিল নিশিদিনে।।
মরা মন্ত্র বিনা তার মুখে নাহি আর।
দূরে গেল দস্যুবৃত্তি সদা সদাচার।।

নারদ বলেন মন্ত্র করহ স্মরণ।
এক বৎসরের পরে আসিব দুজন।।
ইহা বলি বিদায় হইল দুইজনে।
মরা মন্ত্র জপ করে দস্যু একমনে।।
অরণ্যে নিবাস করে মরা মন্ত্র জপি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিল তার উইচাপের টিপি।।
আসিয়া দেখেন মুনি বৎসরেক পরে।
এইখানে ছিল দস্যু গেল কোথাকারে।।
ধ্যান করি দেখেন নারদ তপোধন।
ঢিপির মধ্যেতে আছে সে দুস্য ব্রাহ্মণ।।
দেবরাজে আদেশ করিলেন তপোধন।
বাসব করিল পরে বৃষ্টি বরিষণ।।
মাটি হইতে বাহির হৈল সেইক্ষণে।
একচিত্তে মরামন্ত্র জপে মনে মনে।।
আশীর্ব্বাদ করিলেন তুষ্ট তপোধন।
মুনিরে প্রণাম করে সে দস্যু ব্রাহ্মণ।।
দিব্য কান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তুতি।
তোমার প্রসাদে পাইলাম অব্যাহতি।।
কহিলেন তারে বাক্য মুনি গুণধাম।
উলটিয়া আরবার বল রামনাম।।
কাতর হইয়া কহে যোড়হাত বুকে।
রামনাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে।।
যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে।
রামনাম স্মরণে সকল গেল দূরে।।
রামনাম স্মরণ করিল নিরন্তর।
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর।।
মন দিয়া মুন এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি।।
নারদের উপদেশ পাইয়া সে জন।
প্রকাশ করিল সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।।

সাতকাণ্ড রামায়নের মর্ম্ম বর্ণন

সাতকাণ্ড রামায়ণ হনুমান কয়।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল উদয়।।
আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম হৈল শুভক্ষণে।
পরম উল্লাসে হৈল অযোধ্যা-ভুবনে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
চারিপুত্র পাইয়া ভূপতি হৃষ্টমণ।।
বিশ্বামিত্র আইলেন অযোধ্যা-নগরে।
মিথিলায় বিবাহ দিলেন শ্রীরামেরে।।
চারি নন্দনের দিয়া বিবাহ কৌতুকে।
রাজত্ব করেন রাজা অযোধ্যায় সুখে।।
রামেরে করিতে রাজা, নিজের বাসনা।
কুটিলা কৈকেয়ী তাহে করে কুমন্ত্রণা।।
পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রাম বন।
সঙ্গে চলিলেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ।।
আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
অযোধ্যায় বনবাস ভরতের রাজ্য।।
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে দুরাশয়।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালি-বধ কটক সঞ্চয়।।
সুন্দরাকাণ্ডেতে সেতুবন্ধ চমৎকার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার।।
কথা সাতকাণ্ডের উত্তরকাণ্ডে পড়ে।
গাইল উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ নিয়ড়ে।।
কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনুমান।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ।।

সম্পাতি কর্ত্তৃক অশোকবনে সীতার উদ্দেশ কথন ও বানরদিগের সাগর পারার্থে মন্ত্রণা

সম্পাতি বলেন শুন যত বীরগণ।
সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ।।
যখন দক্ষিণদিকে মাথা তুলে থাকি।
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী।।
নানাবর্ণ রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা।
শত যোজনের পথ সাগর পরিখা।।
একলাফে পার হও সকল বানর।
সীতাদেবী দেখিয়া সকলে যাহ ঘর।।
মহাবল ধর সবে কি কর ভাবনা।
হইয়া সাগর পার পূরাও কামনা।।
তার বাক্যে বানর দক্ষিণ মুখে চায়।
দশ যোজন বিনা আর দেখিতে না পায়।।
একদৃষ্টে কপিগণ চাহে ঊর্দ্ধশ্বাসে।
দেখিতে না পায় কিছু পক্ষিরাজ হাসে।।
জাম্বুবান উঠি বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
আমার বচন শুন বিহঙ্গ সম্পাতি।।
শতেক যোজন পথ সাগর পাথার।
বানর হইয়া হব কি প্রকারে পার।।
অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস।
সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ।।
সম্পাতি বলেন শুন সবে সাবধানে।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব এক পড়িল যে মনে।।
সুপার্শ্ব আমার পুত্র হিমালয়ে থাকে।
নিত্য নিত্য সে আইসে দেখিতে আমাকে।।
হিমালয়-পর্ব্বতে আমার পরিবার।
তথা হৈতে পুত্র মম যোগায় আহার।।
নিত্য আনে আহার সে প্রভাত সময়।
একদিন আনিতে বিলম্ব অতিশয়।।
ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর।
কোপে সুপার্শ্বেরে র্ভৎসিলাম বহুতর।।
ধার্ম্মিক আমার পুত্র ধর্ম্মে বড় রত।
করিলেক আমারে বৃত্তান্ত অবগত।।
আহার লইয়া পিতা প্রভাতে আসিতে।
দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে।।
কালবর্ণ রাবণ সে গৌরবর্ণা নারী।
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি কাঁদিছে বিস্তর।
দুই পাখে আগুলিলাম দুইটি প্রহর।।
রাখিতাম রথ সহ তাহারে উদরে।
কেবল পাইল রক্ষা স্ত্রীবধের ডরে।।
সুপার্শ্বের কথা শুনিলাম মনোনীতা।
জানিলাম তখনি সে শ্রীরামের সীতা।।
এখনি আসিবে পুত্র, মহাবল তার।
পৃষ্ঠে করি সবাকারে সে করিবে পার।।
তিন ভাগ সাগর সে ঢাকে দুই পাখে।
এক ভাগ মাত্র তার লঙ্ঘিবারে থাকে।।
এক ভাগ লঙ্ঘিতে না হবে কোন শ্রম।
স্থির হও কপিগণ নাহি ব্যতিক্রম।।
এইরূপ হইতেছে কথোপকথন।
মহাকায় সুপার্শ্ব আইল ততক্ষণ।।
দুই ঠোঁট মেলিয়া সে গিলিবারে যায়।
সম্পাতির আড়ে গিয়া কটক লুকায়।।
সম্পাতি বলেন, বাছা না কর সংহার।
পৃষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার।।

করিয়াছে ইহারা আমার উপকার।
করহ প্রত্যুপকার তবে পাই পার।।
সুপার্শ্ব বলেন মান্য পিতার বচন।
আমার পৃষ্ঠেতে চড় সব কপিগণ।।
অঙ্গদ বলেন, শন বীর উপদেশ।
সাগর তরিয়া করি সীতার উদ্দেশ।।
দেবতার পুত্র মোরা দেব-অবতার।
কি কারণে পক্ষী হে তোমারে দিব ভার।।
সম্পাতি বলিল, আমি রাম কার্য্য করি।
রামায়ণ-প্রসাদে নূতন পক্ষ ধরি।।
হইল উভয় পক্ষ দেখিতে সুন্দর।
রামজয় বলি ডাকে সকল বানর।।
দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার।
রামজয় স্মরণে সাগর হব পার।।
কপি সম্ভাষিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে।
দুই পক্ষ সারি যায় আপনার দেশে।।
পুত্র সহ পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর।।

কৃত্তিবাস রচে কবি অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল এই কিষ্কিন্ধ্যার কাণ্ড।।